গাজা যুদ্ধ শেষ করার ইঙ্গিত আমেরিকার

সারে-জমিন

অবসর গ্রহণের মধ্যেই ৫০ হাজার টাকা দান শিক্ষকের

রূপসী বাংলা

ইভিএম বনাম ব্যালট

সম্পাদকীয়

নারী সুরক্ষা নিয়ে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের কর্মসূচি

সাধারণ

টি-টোয়েন্টির নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৫ নভেম্বর, ২০২৪
৩০ কার্তিক ১৪৩১
১২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 308 ■ Daily APONZONE ■ 15 November 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

‘কর্মবন্ধু’দের ভাতা বৃদ্ধি, মাসে পাবেন ৫হাজার টাকা

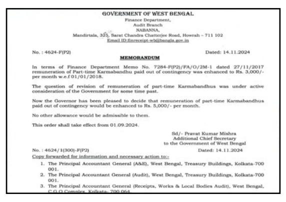

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Finance Department,
Audit Branch
NABANNA,
Mandirtala, 325, Sarat Chandra Chatterjee Road, Howrah – 711 102
Email ID:finreceipt-wb@bangla.gov.in

No. : 4624-F(P2) Dated: 14.11.2024

MEMORANDUM

In terms of Finance Department Memo No. 7284-F(P2)/FA/O/2M-1 dated 27/11/2017 remuneration of Part-time Karmabandhu paid out of contingency was enhanced to Rs. 3,000/- per month w.e.f 01/01/2018.

The question of revision of remuneration of part-time Karmabandhus was under active consideration of the Government for some time past.

Now the Governor has been pleased to decide that remuneration of part-time Karmabandhus paid out of contingency would be enhanced to Rs. 5,000/- per month.

No other allowance would be admissible to them.

This order shall take effect from 01.09.2024.

Sd/- Pravat Kumar Mishra
Additional Chief Secretary
to the Government of West Bengal

No. : 4624/1(300)-F(P2) Dated: 14.11.2024
Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. The Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, Kolkata-700 001.
2. The Principal Accountant General (Audit), West Bengal, Treasury Buildings, Kolkata-700 001.
3. The Principal Accountant General (Receipts, Works & Local Bodies Audit), West Bengal, C.G.O Complex, Kolkata- 700 064.

আপনজন ডেস্ক: বছর শেষে সুখবর। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ‘কর্মবন্ধু’ দের ভাতা বাড়ানো হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ, এবার থেকে মাসে ৩ হাজারের বদলে ৫০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন ‘কর্মবন্ধু’রা। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বভাবতই খুশি তাঁরা। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নয়া কাঠামো কার্যকর হচ্ছে চলতি বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে। সেই হারে পরবর্তীতে তাঁদের ভাতা দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার নবান্নের অর্থ দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যাতে উল্লেখ, ‘কর্মবন্ধু’রা মূলত সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন। সাফাইকাজ কিংবা নৈশপ্রহরী হিসেবে তাদের কাজের সুযোগ রয়েছে। ২০১৮ সালে তাঁদের ভাতা ছিল মাসে ৩০০০ টাকা। এবার ৬ বছর পর ‘কর্মবন্ধু’দের ভাতা বৃদ্ধি হল। এবার থেকে তারা মাসে পাবেন ৫ হাজার টাকা করে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে নয়া ভাতা কাঠামো কার্যকর হচ্ছে।

রাহুলের হাতের লাল বই ফাঁকা, মন্তব্য মোদির

মোদিজি কখনও সংবিধান পড়েননি: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান ওএবং ভারতের জাতীয় আইকনকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলেছেন। রাহুল গান্ধিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি সাম্প্রতিক মন্তব্য করে দাবি করেছেন, সংবিধান হিসাবে চিহ্নিত “লাল বই”, যা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রদর্শন করছেন, তাতে ফাঁকা পৃষ্ঠা রয়েছে। রাহুল গান্ধি পাল্টা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি মনে করেন যে বইটি “ফাঁকা”, কারণ তিনি এটি কখনও পড়েননি।

মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে এক জনসভায় রাহুল গান্ধি বলেন, সংবিধানে ভারতের আত্মা এবং বীরসা মুন্ডা, ডঃ বি আর আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধির মতো জাতীয় ব্যক্তিত্বরা যে নীতিগুলি কল্পনা করেছিলেন, তা রয়েছে। রাহুল গান্ধি লাল কভার সম্বলিত যে সংবিধানের রঙিন কপি বহন করেছিলেন তা নিয়ে বিজেপি নেতারাও সমালোচনা করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি “শহুরে নকশাল এবং নৈরাজ্যবাদীদের” সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। রাহুল গান্ধি বলেন, এই বইয়ের লাল রং নিয়ে বিজেপির আপত্তি রয়েছে। রং লাল না নীল তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা এটি (সংবিধান) সংরক্ষণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর জন্য আমাদের জীবনও দিতে প্রস্তুত। মোদিজি মনে করেন আমি যে সংবিধান নিয়ে এসেছি তা ফাঁকা। কারণ এতে কী আছে সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। রাহুল গান্ধি বলেন, উনি জীবনে তা পড়েননি।

তিনি বলেন, বিজেপি ভারতের শ্রদ্ধেয় আইকনদের নীতিকে অপমান করছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, মোদিজি, এই বই খালি নেই। এতে ভারতের আত্মা ও জ্ঞান রয়েছে।

রাহুল গান্ধি তার ভাষণে আদিবাসী, দলিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে সরকারি ক্ষেত্রে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার পক্ষে সওয়াল করেন। সরকারে আদিবাসীদের সীমিত প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে ৯০ জন আধিকারিক সরকার চালাচ্ছেন, তাদের মধ্যে মাত্র একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের। আদিবাসীদের ‘বনবাসী’ বলে সম্বোধন করায় বিজেপির পরিভাষার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত জঙ্গলে আটকে রাখার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, আদিবাসীরাই দেশের প্রথম মালিক এবং জল, জঙ্গল ও জমির উপর তাঁদের প্রথম অধিকার রয়েছে।

‘ফাঁকা’ সংবিধান নিয়ে বিতর্ক ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিজেপি ফাঁকা-বুক বিতর্ককে ব্যবহার করে সংবিধান এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে গান্ধির অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ভারতের সংবিধান’ লেখা ফাঁকা পাতার বই দেখানো হয়েছে, যা সম্প্রতি নাগপুরের একটি অনুষ্ঠানে কংগ্রেস বিতরণ করেছে বলে অভিযোগ করেছে তারা। জবাবে কংগ্রেস বলেছে, গোটা ভারত জানে যে বিজেপি এবং আরএসএস প্রকৃত সংবিধানের শত্রু।

মণিপুরের ৬টি থানা এলাকায় ফের আফস্পা জারি করা হল

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার কেন্দ্র হিংসা কবলিত জিরিবাম জেলা সহ মণিপুরের ছয়টি থানা এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) পুনরায় জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, চলমান জাতিগত সহিংসতার ফলে সৃষ্ট “ক্রমাগত অস্থিতিশীল পরিস্থিতি” বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণিপুর পুলিশ যেদিন জিরিবাম ও চূড়াচাঁদপুর জেলা থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে, সেদিনই আফস্পা পুনর্বহালের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি এল। পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার জিরিবাম জেলার চম্পানগর, নারায়ণপুর ও থাংবোইপুঞ্জরে এলাকা ঘিরে ও তল্লাশি অভিযানের সময় একটি দুই ইঞ্চি মর্টার, ৩৬টি তাজা ব্যারেল কার্তুজ এবং পাঁচটি খালি ব্যারেল কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, চুরাচাঁদপুর জেলার এইচ কোটলিয়ান গ্রাম থেকে একটি .৩০৩ রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল, দু দুটি দূরপাল্লার দেশীয় তৈরি কামান, পাঁচটি একে-৪৭ তাজা গুলি, ১৮টি .৩০৩ রাইফেল মডিফাইড লাইভ রাউন্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রেষারেষি করলে ড্রাইভারের বিরুদ্ধে এবার খুনের মামলা

আপনজন ডেস্ক: বেসরকারি বাসের কমিশন প্রথা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের কমিশনের জন্য বাস রেষারেষি করে দৌড়ায়। আমি বলেছি একটা ব্যবস্থা করতে যেটায় কমিশন সিস্টেম থাকবে না। বৃহস্পতিবার বেসরকারি বাসের মালিকসহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে পথ দুর্ঘটনা রোধে বৈঠকের পর এ কথা জানান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বাসের রেষারেষিতে যে শিশুটি মারা গেছে তাতে অত্যন্ত ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে বলেছিলেন এ বিষয়ে মিটিংয়ের কথা। তার নির্দেশেই আমি, ডিজি, সিপি সিপি বিধাননগর ,এডিজি ট্রাফিক সহ সবাইকে নিয়ে মিটিং করলাম। এই মিটিং চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ২ বার ফোন করেছেন। কয়েকটা প্রস্তাব আমি দিয়েছি। বাস রেষারেষি করে কমিশন সিস্টেমে দৌড়ায়। আমি বলেছি, একটা ব্যবস্থা করতে যেটায় কমিশন সিস্টেম থাকবেনা। সেই রুটে ট্রাফিক মনিটরিং সিস্টেম থাকবে সেই অনুযায়ী বাস যাবে। জিপিএস সিস্টেম করে দিলে বাস মুভমেন্ট দেখা যাবে। এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজীব কুমারকে। ফিরহাদ আরও বলেন, ড্রাইভার কি করবে করবে না সেটা রোজ গাড়ি চালানোর আগে দেখতেই হবে। না দেখলে মানে ১০দিন না দেখলে লাইসেন্স বাতিল বা সাসপেন্ড করা হবে। ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় এক্সিডেন্ট

কম। মাসে এক বার ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ’ করা হবে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে স্কুল লেভেলেও পড়ানো হবে। এটা সাজেশন দিয়েছি। সমস্ত স্কুলের সামনে রেলিং বসবে। পুলিশ এখন গার্ডরেল দেবে। একসঙ্গে সব স্কুলের বাচ্চাকে ছাড়লে হবে না। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী জানান, বৈঠকে বাস সংগঠন, ডিজি, সিপি ছিলেন। ক্যাব সংগঠনও ছিল। যেভাবে লোক গাড়ি সব বাড়ছে। কলকাতায় রাস্তা চওড়া হবার জায়গা নেই। রাজ্যে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ‘চালু আছে এটা দিয়ে এওয়ারনেস চলছে। অন্যান্য মেট্রো সিটির তুলনায় কলকাতায় এক্সিডেন্ট অনেক কম। এতেও আমরা সন্তুষ্ট নই। সিএমের নির্দেশে মিটিং করলাম।যে যে কারণে এক্সিডেন্ট হয় সেগুলোকে চিহ্নিত করা, এওয়ারনেস বাড়ানো জনবহুল জায়গায় রেষারেষি করলে ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।কিছু মানুষের প্রবণতা আছে আইন অমান্য করার। অনেকেই হেলমেট না পরে বাইক চালান। সাথে আছে বেপরোয়া ড্রাইভ, সিগন্যাল ব্রেক করা, ড্রিংক এন্ড ড্রাইভ। এগুলো থামালে এক্সিডেন্টও কমবে।গোটা রাজ্যে পরিবহণ দফতর ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ নিয়ে কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, বাস মালিকদেরও তাদের ড্রাইভার নিয়ে সচেতন হতে হবে। এই কথা বলা হয়েছে সংগঠনগুলিকেও। আমরা আমাদের দুর্বলতা যা আছে সেগুলোকেও কাটিয়ে তুলব। আইন অমান্য করলে এবার কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজীব কুমারও কিছু পদক্ষেপ নেবেন। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুধু নিয়ম করলে হবে না তাকে তো বলবৎ করতে হবে। স্নেহাশীষ চক্রবর্থী বলেন, অনেক প্রস্তাব পেয়েছি। সেগুলো নিয়ে নির্দেশিকা দেবে সরকার। সেটা না মানলে কড়া পদক্ষেপ। কমিশন প্রথা তুলে দেওয়া কথা বলা হয়েছে। কমিশন নেবে আবার ড্রাইভার রেষারেষিও করবে, এটা বদলাতে হবে। যে বেপরোয়া ভাবে চালাবে তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হবে। ড্রাইভার ঠিক করবে সে কিভাবে চালাবে। আয় করার জন্য বেপরোয়া ভাবে চালানো যাবে না।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল
এখন
কলকাতার
বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায়
অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

আবর্জনা মুক্ত করতে ট্র্যাক্টর পরিষেবা

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর , ব্যস্ততম শহর গ্রাম থেকে শহর বাণিজ্য, কর্ম সংস্থান , চিকিৎসা পরিসেবা ,সদর শহর বহরমপুরে আসতে হয় জেলাবাসীকে । তার উপর যানজট, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী অট্টা লিকা নির্মাণ, নাগরিক চাহিদা মাথায় রেখে বারহামপুর কে নির্মল মিশন প্রকল্পের আওতায় উনত মানের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষে জেসিবি ট্রলি ট্রাক্টরের শুভ উদ্বোধন করলেন বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা নাড়ু গোপাল মুখার্জী ভাইস চেয়ারম্যান স্বরূপ সাহা পৌরসভার কর্মচারী সাফাই কর্মী নাড়ু কপাল মুখার্জি বললেন সদর শহর বহরমপুর আমরা তিনটি সময় সকাল বিকেল, সন্ধ্যায় পরিষ্কার করার পরিষেবা প্রদান করে থাকি। উন্নতমানের পরিষেবা দিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শিশু দিবসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

এ এ আনসারী ● মেমারি

আপনজন: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ২ ব্লকের অন্তর্গত পাহাড়হাটিতে দেখা গেল শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। পাহাড়হাটি শিশু তীর্থ কে জি স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ৩৫০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে পাহাড়হাটি বাজার পরিক্রমা করে স্কুলে ফিরে আসে। সুশৃঙ্খল ভাবে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকারদের নির্দেশ মতো শোভাযাত্রায় শিশুদিবসের স্লোগান সহ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অংশগ্রহণ করে। বেশ কয়েক জন ছাত্রছাত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বেশ ধারণ করে অংশ নেয়। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অশোককুমার ঘোষ জানান, ১৯৯৪ সাল থেকে পাহাড়হাটি সহ এলাকায় অজস্র ছাত্রছাত্রীর প্রথম শিক্ষার ভিত্তি এখান থেকে তৈরি হয়েছে।

শস্যবীমার ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ছয় মাস ধরে সমবায় সমিতিতে বারংবার ঘুরেও শস্যবীমার ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে কর্মীদের কাজ আটকে রেখে হেতিয়া সমবায় সমিতিতে বিক্ষোভ এলাকার কৃষকদের ।

আলুর ক্ষতি পূরণের টাকা জয়পুর ব্লকের হেতিয়া এলাকার একাধিক কৃষক পেলেও এখনো ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেন না শতাধিক কৃষক। দিনের পর দিন আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন সমবায় সমিতির ম্যানেজার । প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেল, আবারো আলু লাগানোর সময় চলে এলো তাই টাকা না পাওয়ায় বঞ্চিত কৃষকরা হেতিয়া সমবায় সমিতিতে কর্মীদের কাজ আটকে রেখে সমবায় সমিতির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বঞ্চিত কৃষকরা। পরে জয়পুর থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে আন্দোলন ওঠে।

গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা যেকোনো চাষের আগে সমবায় সমিতি থেকে লোন নিয়ে চাষ করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট বীমা সংস্থার পক্ষ থেকে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন সরকারের নিয়ম অনুযায়ী। একইভাবে গত বছরে আলু চাষের আগে হেতিয়া সমবায় সমিতি থেকে এলাকার কৃষকরা লোন নিয়েছিলেন চাষের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষের ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতি হয়। যেহেতু কৃষকদের বীমা করানো ছিল সেই হিসেবে তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিল। এলাকার বেশ কিছু কৃষক ক্ষতিপূরণ পেলেও অধিকাংশ কৃষক এই ক্ষতিপূরণ পাননি। সমাজ ধরে বিভিন্ন সময়ে সমবায় সমিতিতে গিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা তারা প্রতিশ্রুতি পেলেও ক্ষতিপূরণ পায়নি। আবার পুনরায় আলু চাষের সময় এসে গেছে এবার অতিষ্ট হয়ে কৃষকরা একজোট হয়ে এদিন হেতিয়া সমবায় সমিতিতে গিয়ে কর্মীদের কাজ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। বেশ কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে আন্দোলন তুলে নেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

পৌরসভার রুমে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর ক্লাবরুমে বৃহস্পতিবার সকালে হুলুস্থুল কান্ড। হঠাৎ শোনা গেল ফোঁস ফোঁস । দেখা মিলল নাগ দেবের।শব্দ পর পর দুদিন ধরে কলকাতা পৌর সংস্থাতে আনাগুনা সাপের। বুধবার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ঘরে দেখা যায় একটি সাপ। বৃহস্পতিবার এবার কাউন্সিলর ক্লাবের বারান্দায় দেখা মিলল আবার একটি সাপের। দারা সাপ বলে তল্লাশি করতে এসে জানালেন বন দফতরের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সাতসকালে কলকাতা পৌর সংস্থার একেবারে কাউন্সিলর ক্লাবে সাপের তল্লাশিতে কলকাতা পৌর সংস্থায় বন দফতরের কর্মীরা আসে। সাপের তল্লাশি চালিয়ে খালি হাতে ফিরলেন তারা।অনেকক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে ও পাওয়া গেল না সাপ।তবে সাপ বিষাক্ত নয় বলে দাবি বন কর্মীদের।ইঁদুরের খোঁজে আসতে পারে বলে অনুমান বন দফতরের কর্মীদের। যেখানে অনেক সময় কাউন্সিলররা এসে বসেন। তার পাশেই বারান্দায় বেরোল দারা সাপ। তবে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে বন কর্মীরা হাজির হন সাপ খুঁজতে। চলে দীর্ঘক্ষণ হুক ট্যাং এবং বাগ নিয়ে তল্লাশি। তবে খোঁজ পাওয়া যায়নি সাপের। ফলে খালি হাত ফিরতে হয় বন কর্মীদের। তারা জানায় যে অনেক সময় ধূপ খেতে বা ইঁদুর খেতে বেরিয়ে আসে বলে জানালেন আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্মী সোমনাথ দেবনাথ।

আবাস যোজনার ঘর ফিরিয়ে দিলেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

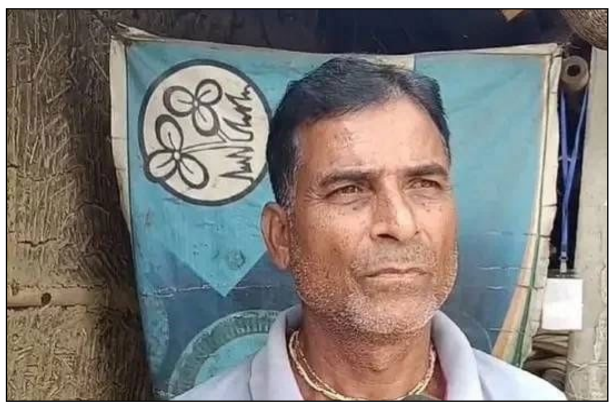

আপনজন: পেশায় কৃষক রাজনীতির ময়দানে তিনি তৃণমূলের বুথ সভাপতি পাঁশকুড়ার নস্করদিঘীর বাসিন্দা শক্তিপদ মান্না দীর্ঘ জীবন রাজনীতিতে থেকে শাসকদল তৃণমূলের ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।২০১৬ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের টিকিটে জয় লাভ করে,এবং অনাস্থা ভোটে ২ বছরের জন্য উপপ্রধানের পদ সামলানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে।স্ত্রী তিলকা মান্না পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়ালে মাত্র কয়েকটা ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।বর্তমান সময়ে আবাস যোজনা নিয়ে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। অভিযোগ রয়েছে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবার দ্বিতীয়বার নতুন করে আবাস যোজনার বাড়ি নিতে দেখা যাচ্ছে।এমন সন্ধিক্ষণে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ১নং ব্লকের নস্করদিঘী গ্রামে।শক্তিপদ মান্না এজবেস্টার দেওয়া মাটির বাড়িতেই পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। ঝড়ের সময় বাড়ির দেওয়ালের ফাটল ধরে এবং বাড়ির চালা ভেঙ্গে জল পড়ে।

২০১৩সালে একটা পাকা বাড়ির পাওয়ার জন্য আবাস যোজনার তালিকায় তিনি নিজের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন,সার্ভে হওয়ার পর তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলে নতুন করে ২০২৪ সালে নাম থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই একাউন্টে টাকা ডুকবে এমন সমায় তিনি সাফ জানিয়েছেন, আবাসের বাড়ি নেবেন না লিখিত দরখাস্ত বিডিও অফিসে জমা দেন।তিনি বলেন তার দুই ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপার্জন করতে শিখেছে,তবে ছেলেদের মধ্যে কেউই সরকারী চাকুরীজীবী নন।ছেলেদের উপার্জনের টাকায় ইতিমধ্যেই বাড়ি তুলেছেন।যার ফলে আবাস যোজনার বাড়ি করার জন্য সরকার থেকে যে টাকা তিনি পেতেন তা না নিলেও হবে।তাঁর এমন কাজে সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্লক প্রশাসন ও শাসকদলের নেতৃত্বরা।

আবাস যোজনার সুপার চেকিংয়ে বাড়ি বাড়ি হাজির বিডিও ও ওসি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলপি

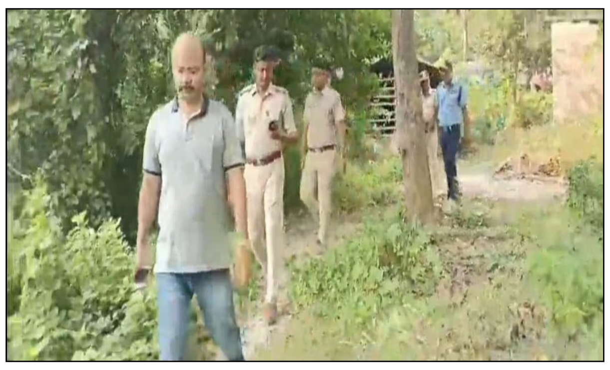

আপনজন: এবার আবাস যোজনার সুপার চেকিং এ বাড়ি বাড়ি হাজির বিডিও ও ওসি নিজেই। কুলপিতে আবাসের তালিকার সুপার চেকিং করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বিডিও ও ওসি। আবাসে গরমিল ঠেকাতে কুলপি ব্লকের রমজাননগর গ্রামে ভেরিফিকেশন করতে বিডিও এবং ওসি নিজেরাই উপস্থিত হলেন বৃহস্পতিবার।

ইতিমধ্যে আবাস তালিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে সমীক্ষার ভেরিফিকেশন শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন। কুলপির বিডিও সৌরভ গুপ্ত ও ওসি অজয় চন্দ্র কুলপির রমজাননগর গ্রাম সহ আশেপাশের বেশ কিছু গ্রামে পৌঁছে তালিকায় নাম রয়েছে এমন উপভোক্তাদের বাড়িতে যান।বাড়ি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কথা বলেন তাঁরা উপভোক্তাদের সঙ্গে। তাদের থেকে সমস্ত তথ্য নেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রকৃত বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে মোবাইলে ছবিও তোলেন পুলিশ প্রশাসনের দুই কর্তা। যোগ্য প্রাপকরাই যা এর আগে ব্লক প্রশাসনের তৈরি কমিটির সদস্যরা তালিকায় থাকা নাম ধরে ধরে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে ভেরিফিকেশন করেছিলেন। তবে পাকা বাড়ির মালিকদেরআবাসের তালিকায় নাম রয়েছে কিনা তা আরও ভাল করে খতিয়ে দেখতে এবার চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেরিফিকেশন শুরু করলেন বিডিও এবং ওসি।

এ নিয়ে কুলপির বিডিও সৌরভ গুপ্ত জানিয়েছেন, ‘যাদের আবাসের তালিকায় নাম নেই আমাদের কাছে অবশ্যই আবেদন জানাতে পারেন। এখনও পর্যন্ত আমরা যে কাজটা করছি সেটা কোন সার্ভে নয়, ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা তালিকা এসেছে, সেই তালিকা ধরে ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে। ফলে সেই তালিকায় নতুন নাম আমাদের পক্ষে ঢোকানো সম্ভব নয়।তবে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে মানবিকভাবে দেখার চেষ্টা করছি। গ্রামের মানুষরা যারা আমাদের কাছে আসছেন। এই টেকনিক্যাল বিষয়টি অনেকেই বুঝতে পারছেন না। আমরা চেষ্টা করছি তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টিকে বোঝানোর। তারা যদি কেউ আবেদন করতে চায় অবশ্যই আমরা আবেদন জমা নিচ্ছি।’আর আবাস যোজনার ঘর নিয়ে গ্রামে গ্রামে গন্ডগোল ঠেকাতে সঠিক ভাবে এই ফেরিফিকেশনের দরকার ছিলো বলে মনে করেন গ্রামবাসীরা।

অসুস্থ রোগীর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা মানবিক পুর প্রধানের

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: আরো একবার নাজমুস সাকিব ঝলমল করল ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনমের মানবিক দিক দিয়ে। জানা গেছে, বুধবার মুর্শিদাবাদ থেকে এক টোটোচালক তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ডানকুনি হাউসিং মোড়ে এসে টোটোটির ব্যাটারি বসে যায়। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। এই খবর পেয়ে ডানকুনির চেয়ারম্যান হাসিনা শবনমের কাছে পৌঁছালে তিনি তৎক্ষণাৎ পৌরসভার অ্যাম্বুলেন্স পাঠান, যাতে অসুস্থ রোগিটির দ্রুত চিকিৎসা পান। তিন তিনবার ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হওয়া হাসিনা শবনমের এহেন মানবিকতাকে সবাই সাবাস জানিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিশু দিবস অনুষ্ঠানে মেধা প্রতিযোগিতা

বাইজিদ মণ্ডল ● মতুরাপুর

আপনজন: মথুরাপুর ২-নং ব্লকে খাড়ী অঞ্চলে আদক পাড়ায় অতন্ত গ্রাম্য এলাকায় আনন্দধারা বিদ্যামন্দিরে অভিনব প্রক্রিয়ায় ট্যালেন্ট কম্পেটিশন এর মধ্য দিয়ে শিশু উৎসব পালন করা হয়। এদিন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কবিতা,গল্প, নৃত্য, ছদ্মবেশ যুক্তিতর্ক ও গল্প নিয়ে সারাদিনের অনুষ্ঠান ছিলো চোখে পড়ার মতন।প্রায় দুইশত প্রতিযোগি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিমাংশু মন্ডল, সুরঞ্জন চক্রবর্তী, হিল্লোল মন্ডল, ধনঞ্জয় বৈদ্য, নৃত্যগোপাল বসু প্রমুখ।

শিশুশ্রম রোধে উদ্যোগী হতে হবে: আবদুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: শিক্ষক দিবস, স্বাধীনতা দিবস সহ বিশেষ দিনগুলিতে শিশুদেরকে কেন্দ্র করে একাধিক অনুষ্ঠান করার জন্য এলাকাবাসীর কাছে শিশুনুরাগী হিসাবে পরিচিত হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই।

বৃহস্পতিবার ‘শিশু দিবসে’র দিনেও তিনি এক বার্তায় শিশুদের অধিকার, শিক্ষা এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানালেন।

প্রতিবছর ১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটি শিশু দিবস হিসাবে সাড়ম্বরে পালিত হয় । এ দিন আব্দুল হাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শিশুদের প্রতি অনুরাগী হওয়ার আহ্বান জানান। বলেন, ‘আমাদেরকেই শিশুদের অধিকার, শিক্ষা এবং কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে হবে। আজকের শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সকলকেই উদ্যোগী হতে হবে, শিশুশ্রম রোধে সকলকে সচেতন হতে হবে, তাহলেই সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব।’

ডাইরিয়া আক্রান্ত লোকপুর এলাকা পরিদর্শনে বীরভূমের সিএমওএইচ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বুধবার খয়রাসোল ব্লকের লোকপুরে ডাইরিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে নড়েচড়ে বসে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। বৃহস্পতিবার বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ হিমাদ্রী আড়ি ডাইরিয়া আক্রান্ত লোকপুর পঞ্চায়েতের থানদের পাড়া পরিদর্শনে আসেন । সাথে মেডিকেল টিম, জল পরীক্ষার টিম,পিএইচ ই র পক্ষ থেকে ও দল আসেন।সিএম ও এইচ স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর সহ প্রশাসন সর্বদা পাশে রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেন। ডাইরিয়ার বা যে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধা দেখা দিলে আশা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের তড়িঘড়ি খবর দেওয়া প্রয়োজনে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করা।কোনো অবহেলা করবেন না।যে পুকুরের জল ঘিরে আতঙ্ক সেই পুকুরটি স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এদিন লাল ফিতে দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।পোস্টার দিয়ে পুকুরের জল ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া এলাকা জুড়ে চুন ব্লিচিং ছড়ানো হয়।পাশাপাশি মাইকিং করেও প্রচার করা হয় অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার, পুকুরের জল ব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে। সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।যদিও দুটি মৃত্যু ঘিরে এবং অনেকের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেওয়ায় পাড়া জুড়ে চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। এদিন ও বমি পায়খানা উপসর্গ দেখা দেওয়ায় এ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রায় পনের জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা যায়। সিএম ও এইচ সহ অন্যান্য আধিকারিকগন পুকুরটির চতুর্দিকে ঘুরে দেখেন এবং জলটা যে দুষিত তার অনেক কিছুই প্রমাণ রয়েছে হাতের সামনে বলে মেডিকেল টিমের বক্তব্য। পুকুরটি সংস্কারের ব্যাপারে সি এম ও এইচ খয়রাসোল বিডিওকে বলেন। পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যাপারে ও আলোকপাত করেন।লোকপুর থানার পাশাপাশি পিএইচ ই দপ্তরের পক্ষ থেকেও ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।উপস্থিত ছিলেন বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ হিমাদ্রী আড়ি, খয়রাসোল ব্লকের বিডিও ডঃ সৌমেন্দু গাঙ্গুলি, লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ, নাকড়াকোন্দা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সব্যসাচী রায়, লোকপুর পঞ্চায়েত প্রধান রূপা গোপ, শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী,সমাজসেবী কাঞ্চন কুমার দে সহ বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী, পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মীগণ।

মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার না হতে পরামর্শ স্কুল পড়ুয়াদের

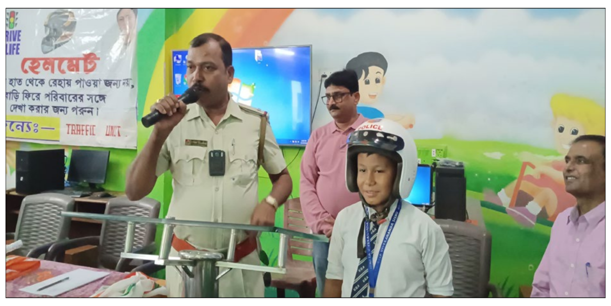

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কখনও মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হওয়া, কখনও বা সিগন্যাল ভেঙে গাড়ি চালানো। ট্র্যাফিক আইনের তোয়াক্কা না করার এমন উদাহরণ প্রায়শই নজরে আসে। এর ফলে প্রায় প্রতি দিনই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অনেকে।

পড়ুয়ারা যাতে নিরাপদে বিদ্যালয়ে আসতে পারে ও রাস্তা পারাপার করতে পারে তার জন্যে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিবেকানন্দ শিশু অঙ্গন নার্সারী স্কুলে বৃহস্পতিবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হল। পাশাপাশি পড়ুয়ারা বিবেকানন্দ মোড়ে রাস্তায় নেমে হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের সতর্কতা করেন। ‘আপনার জন্য আপনার বাড়ির লোক অপেক্ষায় রয়েছে, সর্বদা মাথায় হেলমেট পরে বাইক চালান। ‘হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের হাতে চকলেট তুলে দিয়ে এমনই বার্তা দিল খুদে স্কুল পড়ুয়ারা। এই নার্সারী স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ট্রাফিক ইনচার্জ নিখিল চৌধুরী ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ অন্যরা। রাস্তায় চলতে গেলে ট্রাফিক আইন মেনে কেমন করে চলতে হয় সেই সমস্ত বিষয় ছাত্রছাত্রীদের কে জানকারী দেওয়ার পাশাপাশি লাল,হলুদ ও সবুজ সিগন্যাল এল ই ডি স্ক্রিনে ছবির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন ট্রাফিক ইনচার্জ নিখিল চৌধুরী।

এই অনুষ্ঠান প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে। ‘হেলমেট পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নয়,বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য পড়ুন ‘ বাইক চালকদের উদ্দেশ্যে এই সচেতনতা মূলক বার্তা দেন ট্রাফিক ইনচার্জ নিখিলবাবু। স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য গোপাল জি রাম বলেন, পড়ুয়াদের নিজেদের কে সুরক্ষিত ভাবে রাস্তায় চলতে ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানাতে এই সচেতনতামূলক শিবির করা হল।

জয়নগরের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ভোরে আকস্মিক মৃত্যু ঘটল জয়নগরের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য সমাজসেবী নিজামুদ্দিন লস্কর অরফে লাল্টুর। (ইন্না লিল্লাহি...) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায়,১৯৯৩ সালে বাম জমানায় বাম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের সিপিএমের সদস্য নির্বাচিত হয়।আর তাঁর পর থেকে এলাকার সুবক্তা হিসাবে পরিচিতি পায়।জীবনবিমার এজেন্টের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় সহায়তার কাজে হাত লাগান এলাকার ডাকাবুকা এই ছেলেটি। ২০১৩ -২০১৮ সাল পর্যন্ত নিজামুদ্দিনের স্ত্রী জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারী কল্যান দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৮ -২০২৩ সাল পর্যন্ত নিজামুদ্দিন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সে আর প্রার্থী হন নি।গত পুজোর আগেই তাকে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

অবসর গ্রহণের মঞ্চেই মাদ্রাসাকে ৫০ হাজার টাকা দান শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: অবসর গ্রহণের মঞ্চ থেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা মাদ্রাসাকে দান করলেন শিক্ষক মাওলানা আব্দুল ওহাব। কলকাতার তপসিয়ায় অবস্থিত মনুমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন হাই মাদ্রাসায় দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে একটানা শিক্ষকতা করার পর গত সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে অবসর নেন তিনি। তার অবসর গ্রহণকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার শিশু দিবসের দিনে সংবর্ধনার আয়োজন করে ওই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ। এই সংবর্ধনা সভায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে ১১ বছরের কর্মকাণ্ডে এই মাদ্রাসার উন্নয়নে যে বিশাল কাজ করেছেন তার কথা বলেন ওই এলাকার বিশিষ্টজনরা। একইসঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের কলকাতা জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জনাব কবিরুল ইসলাম আব্দুল ওহাব সাহেবের প্রশংসা করে বলেন, মনু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন হাই মাদ্রাসা পরিকাঠামো গত উন্নয়ন থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যে দরদের জন্য মাওলানা আব্দুল ওহাব চির্মরণীয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাতঘরা হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইবাদুল ইসলাম বলেন, মওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব এমন একজন শিক্ষক যিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মওলানা আজাদ একাডেমির অন্যতম পরিচালক বাইজুল ইসলাম, মনু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আরাফাত আলী মিদ্যা, লিয়াকত সাহেব, সাতঘরা হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হারুন আল রশিদ, মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান, আলহাজ্ব রওশন আলী সাহেব প্রমুখ।

প্রথম নজর

তুলসি গ্যাবার্ডকে গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান করলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: এবার ট্রাম্প সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পেলেন তুলসী। একদিকে যেমন চলছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, অন্যদিকে আরব দুনিয়াও উত্তাল। এই পরিস্থিতিতে দেশের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে এমন একজনকে বেছে নিয়েছেন যিনি গোয়েন্দা বিভাগে ভয়ডরহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবেন বলে মনে করেন ট্রাম্প। দু'দশকেরও বেশি সময় মার্কিন সেনায় ছিলেন তুলসি। আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে কর্মরত ছিলেন। মোতায়েন ছিলেন ইরাক ও কুয়েতে। ২০০৫ সালে 'কমব্যাট মেডিক্যাল ব্যাজ' পেয়েছিলেন। তবে অতীতের জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের মতো সেই ক্ষেত্রে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। সরকারে কোনও শীর্ষস্থানীয় পদেও ছিলেন না। 'হাউস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটি'-তে দু'বছর ছিলেন। ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়েও নেমেছিলেন তুলসী। মূলত প্রগতিশীল মনোভাব এবং বিদেশি সামরিক সংঘাতে আমেরিকার যুক্ত যাওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। পরে অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে গিয়েছিলেন। সমর্থন করেছিলেন জো বাইডেনকে। এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পাশেই প্রথম থেকে ছিলেন তুলসি। নির্বাচনের আগেই রিপাবলিকান হয়ে যান তিনি। ট্রাম্প মনে করেন, তুলসির যে ভয়ডরহীন মানসিকতা রয়েছে তা দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করবে। তুলসিকে এই পদের দায়িত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক আমেরিকানের জন্য লড়াই করেছেন তুলসি। দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন এই সত্যিকারের রিপাবলিকান। তুলসির জন্য আমরা গর্বিত।' আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তুলসি বলেন, 'আমেরিকার জনগণের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপনার মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। এই সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল আবিষ্কার হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল আবিস্কার করা হয়েছে প্রশান্তমহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে।বিজ্ঞানীদের দাবি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল আবিষ্কার করেছেন তাঁরা।সম্প্রতি এই আবিষ্কারটি করেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটি গবেষণা দলের ভিডিওগ্রাফার।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন,এই বিশাল প্রবালটি সম্ভবত ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো। এই প্রবালটি একটি বৃহত্তম প্রবাল(মেগা প্রবাল), যা অনেক ক্ষুদ্র জীবের সমন্বয়ে তৈরি একটি একক জীব।এই প্রজাতিটি কোনও প্রবাল প্রাচীর নয় বরং একটি একক বড় প্রবাল,যা আকারে একটি নীল তিমির চেয়েও বড়।প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দুর্লভ অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বোঝার জন্য গিয়েছিলেন গবেষণা দলের সদস্যরা এবং সেইসময়ই এটি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রবালটির প্রস্থ ৩৪ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩২ মিটার এবং উচ্চতা ৫.৫ মিটার।বিজ্ঞানীরা এটি পানির নিচে মাপজোকের মাধ্যমে মাপেন।ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ম্যানু সান ফেলিক্স বলেন, "আমি ডাইভিং করছিলাম এমন এক স্থানে যেখানে মানচিত্রে একটি জাহাজ ডুবির কথা উল্লেখ ছিল,তখনই কিছু অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ে।এটি দেখতে যেন পানির নিচে কোনো বিশাল গির্জার মতো মনে হচ্ছিল।" এই আবিষ্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় বাকু, আজারবাইজানে আয়োজিত জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন, কোপ২৯-এ।সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পরিবেশ মন্ত্রী ট্রেভর মানেমাহাগা জানান, "এই বিশেষ স্থানটি সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে কারণ এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মানুষ প্রধানত সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল এবং লবণাক্ত পানি উত্তাপের কারণে দ্বীপটি ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যও তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। গবেষণা দলটি আরও জানান, প্রবালটি "প্যাভোনা ক্লাভাস" নামে পরিচিত একটি প্রজাতি এবং এটি বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের বাসস্থান হিসেবে কাজ করে।বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন এই প্রবালটি অধ্যয়নের মাধ্যমে অতীতের সামুদ্রিক অবস্থা এবং জলবায়ু সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে।
বর্তমান সময়ে উষ্ণ অঞ্চলে বসবাসরত ৪৪% প্রবাল বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন,যা ২০০৮ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে।

ব্রাজিলে সুপ্রিম কোর্টের বাইরে বিস্ফোরণ

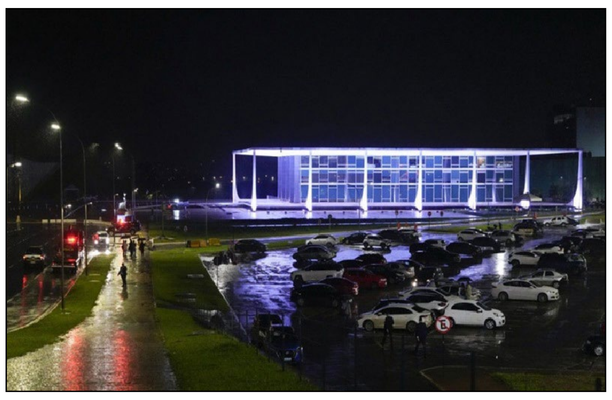

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলে সুপ্রিম কোর্টের বাইরে দুটি বিস্ফোরণের পর একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেশটির রাজধানী ব্রাসিলিয়ার 'থ্রি পাওয়ার্স প্লাজা' এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে কর্তৃপক্ষের বরাতের সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।
জানা গেছে, ওই এলাকায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ এবং পার্লামেন্ট অবস্থিত। ব্রাসিলিয়ার ডেপুটি গভর্নর বলেছেন, এক ব্যক্তি আদালতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেওয়ার পরেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে, ওই ভবনের বাইরে একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এক সরকারি কর্মকর্তা এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত হামলা বলে নিন্দা জানিয়েছেন এবং বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পূর্ণ তদন্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, এই হামলার পেছনের উদ্দেশ্য আমাদের জানতে হবে এবং দেশে যত দ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হবে।
পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী। বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের ছবিতে দেখা গেছে, আদালত প্রাঙ্গনের বাইরে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে আছে।
পুলিশের এক মুখপাত্র এএফপিকে জানিয়েছেন যে, তারা সুপ্রিম কোর্টের বাইরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

দুর্নীতি-মাদকাসক্তিতে অভিযুক্তদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিচ্ছেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য সমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেলেও এখনও ক্ষমতা গ্রহণ করেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে ক্ষমতা গ্রহণ না করলেও তার আগেই দেশটির নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের দিচ্ছেন বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব। তবে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় দুর্নীতি, মাদকাসক্তির মতো গুরুতর দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম উঠে আসায় দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।
বুধবার (১৩ নভেম্বর) বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কংগ্রেস সদস্য ম্যাট গিটজের নাম ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা এরইমধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কংগ্রেসে ম্যাটের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মাদকাসক্তির মতো বিভিন্ন অনৈতিক কমর্কাণ্ডের তদন্ত চলছিল।
কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরেই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করায় চলমান সব তদন্ত থেকে রেহাই পেয়ে যান তিনি।
নানা কারণে মার্কিনিদের তোপের মুখে পড়া সাবেক ডেমোক্র্যাট নেত্রী তুলসি গ্যাবার্ডকে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ট্রাম্প। নির্ভীক ব্যক্তিত্বের জন্যই তুলসিকে এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ডেমোক্র্যাট হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও, গেল নির্বাচনে ভোল পাল্টে ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নেন তুলসি। তার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রোপাগান্ডা প্রচারের অভিযোগ ওঠে। এছাড়া, মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করতেও দেখা গেছে তুলসিকে। সিরিয়া যুদ্ধে বাসার আল আসাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেও মার্কিনদের তোপের মুখে পড়তে হয় তুলসিকে।
এছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফক্স নিউজের উপস্থাপক পিট হেগসেথকে বেছে নেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পেন্টাগনের সাবেক সদস্যরা। মার্কিন সেনাবহরের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেয়া মতো যোগ্যতা 'অনভিজ্ঞ' পিটের আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মার্কো রুবিও-এর নাম ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই প্রথম লাতিনো বংশোদ্ভূত কোনো রাজনীতিক যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন।
অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্প ও রুবিও একে অপরের তীব্র সমালোচনা করেছেন। চীন ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে রুবিও'র কঠোর অবস্থানের জন্যই তাকে এ পদের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বে ৮০ কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত ডায়াবেটিসে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে ৮০ কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বলে এক নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেট জার্নাল। নতুন প্রকাশিত এই তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আগের হিসাবের তুলনায় বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর মধ্যে আবার চিকিৎসা নিচ্ছেন না ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৩০ বছর বয়সী রোগীদের অর্ধেকের বেশি। ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে সারা বিশ্বে ১৮ কিংবা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮২ কোটি ৮০ লাখ ডায়াবেটিস রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তারা ডায়াবেটিসের টাইপ-১ কিংবা টাইপ-২ ধরনে আক্রান্ত। ডায়াবেটিস হলো রক্তের শর্করার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপাকীয় রোগ। এর চিকিৎসা না নেয়া হলে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, স্নায়ু ও অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে।

গাজা যুদ্ধ শেষ করার ইঙ্গিত আমেরিকার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শেষ করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তিনি আরো বলেন, ইসরায়েল যদি খুব দ্রুত এই যুদ্ধ না থামায়, তাহলে দেশটিকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মুখে পড়তে হবে দেশটিকে। বুধবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
এর আগে মঙ্গলবার ইসরায়েলের কৌশলগত সম্পর্কবিষয়ক মন্ত্রী রন দারমারের সঙ্গে বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন। ব্রাসেলসের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, ইসরায়েল আমাদের বলেছিল যে গাজায় তাদের সামরিক অভিযান চালানোর মূল লক্ষ্য হলো- হামাসকে অকার্যকর করা ও ৭ অক্টোবরের হামলার জন্য দায়ীদের হত্যা করা। ওয়াশিংটন মনে করে গাজায় ইসরায়েলের নেওয়া দুটি লক্ষ্যই পূরণ হয়েছে ও এখন সময় এসেছে এই যুদ্ধ শেষ করার।
এদিন গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলকে বিশেষ সতর্কবার্তাও দেন ব্লিঙ্কেন। বলেন, ইসরায়েল যদি শিগগিরই এই যুদ্ধ না থামায়, তাহলে তারা মানবতাবিরোধী অপরাধের মুখে পড়বে। আর যদি যুদ্ধ থামাতে চায়, তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে তাদের বের করে আনার উপায়ও ওয়াশিংটনের হাতে রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে ইসরায়েল যেমন সহজে এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসবে, তেমনি হামাসও আগের অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হবে না।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা ও ২৪২ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। হামাসের ওই হামলার জবাব দিতে ও জিম্মিদের উদ্ধারে ওই দিন রাত থেকেই গাজায় বর্বর সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বার বার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জনানো হলেও, তা উপেক্ষা করে এখনো গাজায় অভিযান জারি রেখেছে ইসরায়েল। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে গাজায় নিহত হয়েছেন ৪৩ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি। সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও ১ লাখেরও বেশি মানুষ।
এদিকে, ইসরায়েল হামলা শুরু করার পর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ভূখণ্ডটিতে বসবাসকারী প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনির প্রায় সবাই। এছাড়া যুদ্ধের জেরে গাজায় খাদ্য, সুপেয় পানি এবং ওষুধের ভয়াবহ সংকট চলছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সেনা নিহতের প্রকৃত সংখ্যা গোপনের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধে তাদের সেনাদের প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা এবং তারা কিভাবে, কোথায় ও কখন মারা গেছে, সে সম্পর্কে সত্য গোপন করছে বলে জানিয়েছেন সামরিক ও কৌশলগত বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এলিয়াস হানা। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর। দক্ষিণ লেবাননের সামরিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে হানা উল্লেখ করেছেন, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর গৃহীত কৌশলই তাদের জানানো তথ্য ও লেবানিজ হিজবুল্লাহর দাবি করা পরিসংখ্যানের মধ্যে বৈষম্যের মূল কারণ।
তিনি আরো জানান, দক্ষিণ লেবাননে অনেক ইসরায়েলি বিশেষ বাহিনী ও পদাতিক অনেক সেনা নিহত হয়েছেন। এটি ইঙ্গিত দেয়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সাঁজোয়া ইউনিট পাঠানোর আগে প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দা অভিযান চালিয়ে থাকে। এর আগে বুধবার ইসরায়েলি গণমাধ্যমে জানানো হয়েছিল, দক্ষিণ লেবাননের একটি গ্রামে ভবন ধসে সাতজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন।
হানা জোর দিয়ে বলেন, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে যুদ্ধকৌশলে পরিবর্তন আনতে হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, বর্তমানে ইসরায়েলের ৩৬তম ডিভিশন লেবাননের দ্বিতীয় স্তরের গ্রামগুলোতে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শ্রীলংকায় চলছে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকার পার্লামেন্টের আগাম নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ শেষে শুরু হবে গণনা। আগামীকাল শুক্রবার সকালের দিকে নির্বাচনের ফলাফল জানা যেতে পারে। দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে মূলত পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে এই আগাম নির্বাচন দিয়েছেন। কারণ, ভেঙে দেওয়া পার্লামেন্টে তার নির্বাচনী জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (এনপিপি) আসন ছিল মাত্র তিনটি।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই নির্বাচন অনূঢ়ার জন্য একটা 'পরীক্ষা'। পার্লামেন্টে তার জোটের আসন বাড়লে তা তাকে শক্তিশালী করবে। তখন তিনি তার অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নীতি বাস্তবায়নে গতি আনতে সক্ষম হবেন। আর নির্বাচনের ফলাফল আশানুরূপ না হলে তা অনূঢ়ার নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি করতে পারে। শ্রীলংকার পার্লামেন্টের আসনসংখ্যা ২২৫। এর মধ্যে ১৯৬ আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি ২৯টি 'জাতীয়ভিত্তিক আসন'। এগুলো রাজনৈতিক দলগুলো পায় ১৯৬ আসনে প্রাপ্ত ভোটের হিস্যা অনুযায়ী। রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোটের আগেই এই ২৯ আসনের প্রার্থীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক নামের তালিকা দিতে হয়। তবে পরে এই তালিকায় নতুন নামও দেওয়া যায়। এবারের নির্বাচনে ৮ হাজার ৮৮০ জনের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটারসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখের বেশি। ২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন দেশটির বিক্ষুব্ধ জনগণ। ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালান। এর প্রায় দুই বছর পর গত সেপ্টেম্বরে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে জয়ী হন বামপন্থী রাজনীতিক অনূঢ়া।
শ্রীলংকায় সাধারণত প্রেসিডেন্ট নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেও, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা নিয়োগ এবং কর কমানো, স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দিশানায়েকের সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৬	৫.৪৯
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২০ ত্রাণকর্মী নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গত এক মাসে অন্তত ২০ ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। উপত্যকাটিতে নিযুক্ত বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা জানিয়েছে, গত ১০ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে এই হতাহতের ঘটনাগুলো ঘটেছে। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব কর্মীরা তাদের নিজ বাড়িতে, বাস্তুচ্যুত শিবিরে এবং সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় নিহত হয়েছেন।

ইরানে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মানবাধিকারকর্মীর আত্মহত্যা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির শাসনকে 'স্বৈরতন্ত্র' দাবি করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশটির সুপরিচিত মানবাধিকারকর্মী কিয়ানোশ সানজারি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর আগে কিয়ানোশ সানজারি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন। ওই পোস্টে তিনি জানান, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার মাঝে চারজন রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি না দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এর ঘণ্টাখানেক পরেই তার সহকর্মীরা জানান, সানজারি মারা গেছেন। পোস্টে সানজারি আরও লিখেন, 'কারো মতপ্রকাশের জন্য তাকে বন্দি করা উচিত নয়। প্রতিবাদ করা প্রতিটি ইরানি নাগরিকের অধিকার। আমি আশা করছি, 'একদিন ইরানিরা জেগে উঠবে' এবং 'দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসবে।' পুলিশ হেফাজতে ইরানি তরুণী মাশা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় ইরানজুড়ে নজিরবিহীন বিক্ষোভ হয়েছিল। সেই বিক্ষোভে সমর্থন জানানো এবং বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে ওই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সানজারি ইরানের নেতাদের একজন সোচ্চার সমালোচক এবং গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য সানজারিকে বারবার গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com

গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

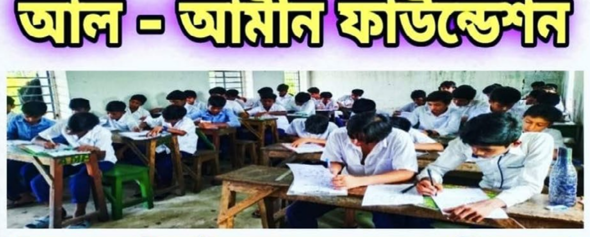

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০৮ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ১২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

চেষ্টা করিতে হইবে

ভূ প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, ‘আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!’ সেই শুভদিন আসা সহজ নহে, তবে তাহা একসময় আসিবে নিশ্চয়ই। গত অর্ধশতকে চারিদিকে বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বৈভব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার চোরাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র বিশ্বই এত অস্থিতিশীল ও অস্থির হইয়া উঠিতেছে যে, পৃথিবীবাসী যেন স্বস্তিময় জীবন হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে বহু যোজন দূরে। যদিও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ‘সুখ’ ব্যাপারটা হইল ‘স্টেট অব মাইন্ড’। এই ক্ষেত্রে কোটি টাকার প্রশ্ন তোলা যায়—কতখানি সুখে রহিয়াছে দেশের মানুষ? মহাভারতের একটি অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা। সেইখানে এক জায়গায় যখন আত্মীয়দের হটাইয়া অখণ্ড রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘এখন কি হইয়াছ সুখী?’ দুর্যোধন তখন দম্ভ ভরিয়া এই উত্তর দেন—‘সুখ চাহি নাই মহারাজ!/ জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।’ অর্থাত্ সুখের দরকার নাই, জয় অর্জনই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বের অনেকের নিকট দুর্যোধনের মতো জয়টাই মুখ্য, সুখ নহে। আর এইখানেই যত সংকট, যত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল থাকিবেই। এই জন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস বলিয়াছেন ধৈর্যের কথা। তিনি মনে করিতেন, ধৈর্যের অভাবের কারণে অনেক বড় বড় সম্ভাবনা ধ্বংস হইয়া যায়। বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমি মনে করিতেন—ধৈর্য মানে ভবিষ্যেক দেখতে পাওয়া। এই জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যখন মানুষকে সীমাহীন কষ্ট, বালামুসিবত, বাধাবিপত্তির মধ্যে ফেলেন, তখন তিনি দেখিতে চাহেন—ঐ ব্যক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি না। যাহার মধ্যে ধৈর্য নাই, ধরিয়া লইতে হইবে তিনি একজন দুর্বল মনের মানুষ। একইভাবে, যাহার ধৈর্য নাই, তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও নাই। অধৈর্য অস্থিরতা কত বড় ক্ষতি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুলজারের দেশভাগসংক্রান্ত একটি গল্প হইতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় একটি গরিব পাঞ্জাবি পরিবার সদ্যোজাত যমজ বাচ্চা লইয়া ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ছাদে উঠিয়াছেন। ভিড়ের চাপে বাবা-মা খেয়ালই করেন নাই কখন তাহাদের একটি বাচ্চা মারা গিয়াছে। ট্রেন তখন নদী পার হইতেছে, একজন বলিয়া উঠিলেন, সর্দারজি, মরা বাচ্চাকে আর কোলে রাখিয়া লাভ নাই, গুনাহ হইবে, নদীতে ভাসাইয়া দাও। দেশভাগ, দেশত্যাগ, বাচ্চার মৃত্যু—সর্দারজির তখন মাথার ঠিক নাই, তিনি বউয়ের কোল হইতে জোর করিয়া বাচ্চাটিকে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দিলেন নদীর জলে। রাতের অন্ধকারে একটি বাচ্চার কান্নার কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণেই সর্দারজি সন্দিহান হইয়া বউয়ের কোলে হাত দিয়া দেখিলেন—তাহার বউ মরা বাচ্চাটিকে কোলে লইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন। জীবিত বাচ্চাটি তখন নদীর গভীরে। অর্থাত্ তাড়াহুড়া করিতে গিয়া তিনি মৃত বাচ্চার পরিবর্তে জীবিত বাচ্চাটিকেই ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন!

আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া হীরা ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লই হাতে। অমূল্য হীরা হারাই, আর যেই কাচ তুলিয়া লই, তাহাতে হাত কাটে। সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে ঠান্ডা মাথায়। ইহার সহিত ভুলিয়া গেলে চলিবে না—একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আধাসামন্তবাদী সমাজ হইতে আমাদের উত্তরণ ঘটিয়াছে। কোনো অন্ধকারই রাতারাতি দূর হয় না। ইহাও দূর হইতে সময় লইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের সুরা নাজম ৩৯ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন—‘মানুষ যাহা চেষ্টা করে, তাহাই সে পায়।’ সুতরাং আমাদের সঠিক কাজটি করিতে হইবে।

ইভিএম বনাম ব্যালট

ভারতের ভোটিং প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার বছরের পর বছর ধরে যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইভিএম, ভোটদান প্রক্রিয়াকে সহজ করণ করার জন্য চালু করা হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে ইভিএম এর স্বচ্ছতা, সম্ভাব্য টেম্পারিং এবং নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে একাধিক রাজনৈতিক দল ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। লিখেছেন **পাশারুল আলম।**

ভারতের ভোটিং প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার বছরের পর বছর ধরে যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইভিএম, ভোটদান প্রক্রিয়াকে সহজ করণ করার জন্য চালু করা হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে ইভিএম এর স্বচ্ছতা, সম্ভাব্য টেম্পারিং এবং নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে একাধিক রাজনৈতিক দল ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যখন অনেক দেশ একই ধরনের সমস্যার কারণে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম থেকে দূরে সরে গেছে, তখন ভারত EVM-এর প্রতি তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে। এত বিতর্ক এত বাড়তি সংশয় থাকা সত্ত্বেও ভারতের নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) বিষয়ে দেশ এবং বিদেশের সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে, ইভিএমের প্রাথমিক ত্রুটি হল তাদের স্বচ্ছতার অভাব। কাগজের ব্যালটে ভোটারা শারীরিকভাবে তাদের পছন্দ যাচাই করতে পারে। অন্যদিকে ইভিএম ভোটারদের ভোট সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা কঠিন করে তোলে। যদিও ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য ভোটার ভেরিফাইয়েবল পেপার অডিট ট্রেল (VVPAT) চালু করেছে। চালু করলেও তা গণনা করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই অনেকের মনে সন্দেহ রয়ে গেছে। এই সন্দেহের একাধিক কারন রয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের মধ্যে একটি হল হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা। যদিও ভারতের নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে বলেন যে, ইভিএম সুরক্ষিত। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, কোনও ইলেকট্রনিক সিস্টেম ম্যানিপুলেশন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, অত্যাধুনিক হ্যাকিং কোনো চিহ্ন না রেখে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোনো অস্বচ্ছতার কথা বার বার অস্বীকার করলেও রাজনৈতিক দলের হাতে ইভিএম মেশিন হস্তান্তর করেনা। এটি করলে হয়তো বোঝা যেত হ্যাকিং বা ম্যানিপুলেশন করা সম্ভব কিনা? মাঝে মাঝে এমন অভিযোগ আসে। ভোটার যে প্রতীকে ভোট দিল ভিভিপ্যাটে সেই প্রতীক দেখানো হয় না। এই নিয়ে প্রচুর অভিযোগ প্রতি নির্বাচনে আসে। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নির্বাচন কমিশন টেকনিক্যাল ভুল বলে দায় সারতে চান। কিন্তু বাস্তবের এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। অনেকেই আবার মনে করেন, মোবাইল ফোনে গেম খেলতে গেলে ধীরে ধীরে তা গতিপ্রাপ্ত হয়ে টেম্পারিং হয় ঠিক তেমনি ইভিএম মেশিন দুই চারশ ভোট পড়ার পর একটি নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট পড়তে পারে, যদি সেই ভাবে ম্যানুয়াল করে দেওয়া থাকে। এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে মকপোল করার সময় চল্লিশ পঞ্চাশটি ভোটে তা ধরা পড়বে না।

তাই নিরাপত্তার কারণে বেশ কিছু দেশ ইভিএম থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং আয়ারল্যান্ড ইভিএমের নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই উদ্বেগে এই সমস্ত দেশ কাগজের ব্যালটে ফিরে এসেছে। ভারতের সমালোচকরা প্রায়শই এই ঘটনাগুলিকে সতর্কতামূলক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে। তাই বহু মানুষ পরামর্শ দেয় যে, ভারতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং ভারতবর্ষেও ইভিএম তুলে দিয়ে কাগজের ব্যালট দিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করা জরুরী।

এই কারনে নির্বাচনী ফলাফলের উপর পরাজিত প্রার্থী, দল ও নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্বাস করে যে, ইভিএম নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর ভোটারের আস্থা নষ্ট করে। ভোট প্রদানের পর একটি শারীরিক রেকর্ডের অভাবের অর্থ হল স্বাধীনভাবে ফলাফল যাচাই করার কোন উপায় নেই। যা অবিশ্বাসকে উস্কে দিচ্ছে। তাই একাধিক নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই উদ্বেগ দূর করার জন্য নিয়ে আসা VVPAT কিন্তু তার স্লিপগুলি এই গণনা করা হয় না। যদি এই ভিভিপ্যাট গণনা করা হতো, তাহলে বোঝা যেত ইভিএম এর সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কোন গরমিল আছে কিনা ? পাঁচ শতাংশ গণনার কথা বলা হলেও তা সঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। কেননা, তার পূর্বেই নির্বাচনের ফলাফল বহু ক্ষেত্রে ঘোষিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, VVPAT গুলির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। VVPAT ইউনিটগুলি একটি মুদ্রিত স্লিপ প্রদান করে। যা একটি সিল করা বাক্সে জমা করার আগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভোটারের পছন্দ দেখায়, তবে এটি সম্পূর্ণ পুনঃগণনার জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়। এর কালি ব্যাংকের এটিএম এর প্রদত্ত স্লিপ গুলির কালীর মতোই তাই এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, VVPAT ব্যবহার করা হলেও এর দ্বারা শারীরিক প্রমাণপত্র হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা অপর্যাপ্ত। তাই কাগজের ব্যালট ব্যবহার করে ভোটের একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন এবং ইভিএম সমর্থকরা যুক্তি দেয় যে, মেশিনগুলি কাগজের ব্যালটের তুলনায় অনেক সুবিধা দেয়, যেমন দ্রুত ফলাফল দেওয়া সম্ভব হয়। মানুষের ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস এবং সহজলভ্যতা। এছাড়া এর রয়েছে গতি এবং দক্ষতা।

ইভিএম গণনা প্রক্রিয়াটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুততর করেছে। ভারতের মতো একটি বড় দেশে, যেখানে বিশাল নির্বাচনী এলাকা জুড়ে নির্বাচন হয়, ইভিএম কাগজের ব্যালটের তুলনায় অনেক দ্রুত ভোট ও ফলাফল দেয়। এই দক্ষতা দীর্ঘায়িত রাজনৈতিক উত্তেজনা এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

এই যুক্তির বিপক্ষে যারা আছেন, তারা বলেন, ভারতবর্ষের ভোট প্রক্রিয়া একদিনে তো হয় না, সাধারণ নির্বাচন দুই মাস ব্যাপী চলে। বিধানসভা নির্বাচনগুলিও পনের দিন থেকে এক মাস ব্যাপী চলে। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি তাড়াহুড়ো না থাকে তাহলে ভোট গণনার জন্য এত তাড়াহুড়া কেন ? ইভিএম এ প্রদত্ত ভোটের ফলাফল একদিনে পাওয়া যায়। কাগজের ব্যালটে ভোট হলে ফলাফল না হয় দুই দিনে পাওয়া যাবে। এতে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে, দেশের নাগরিকও নির্বাচন কমিশন।

ইভিএম এর স্বপক্ষে আরো বলা হয়ে থাকে, ইভিএমগুলি অবৈধ বা নষ্ট ভোটের সমস্যাকে কমিয়ে দেয়, যা কাগজের ব্যালটে সাধারণত হয়ে থাকত। এখন একটি বোতাম টিপে ভোট প্রদান হয়ে যায়। এছাড়া প্রবক্তারা যুক্তি দেন যে, ইভিএম ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব। কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে কাগজের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। এটি ভারতের মত বিশাল দেশে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। যেখানে কাগজের ব্যালটের ফলে সম্পদের ব্যাপক অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

এই যুক্তি প্রসঙ্গে সমালোচকরা বলেন, ভিভিপ্যাটে কাগজ ও কালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এতে পরিমাণে কম হলেও কাগজ কালির ব্যবহার হয়ে থাকে। কাগজ পরিবেশকে দূষিত করে না। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই টনটন প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। ব্যালট পেপারে পরিবেশ দূষিত হবে এই নিয়ে যত চিন্তা। এছাড়া বলা হয়ে থাকে, অর্থ সাশ্রয়ের কথা। কিন্তু দেশের নাগরিক জানে, ভোটের নামে যে অর্থের অপচয় হয় সরকারিভাবে এবং বিভিন্ন প্রার্থী এবং দলের মধ্য দিয়ে, সেখানে কাগজ কোন ফ্যাক্টরই নয়।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিকভাবে বলে ইভিএম গুলি সুরক্ষিত, কেননা,ইভিএম ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই স্বতন্ত্র মেশিন, যা তাদের হ্যাকিংয়ের জন্য কম সংবেদনশীল করে তোলে। প্রতিটি ইভিএমের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য তারা সুরক্ষিত প্রোটোকল এবং শারীরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারকেও হাইলাইট করে, যেমন ট্যাম্পার-স্পষ্ট সিল। অন্যদিকে বহু ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার এই কথা মানতে চান না। যদিও বা এই দিকে সুরক্ষিত হয়ে থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে শোনা যায়, ইভিএম মেশিন চুরি, অন্যের গাড়িতে ইভিএম মেশিন উপলব্ধ হওয়া কিংবা স্টং রুম থেকে মেশিন পরিবর্তন। এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে ভোটার স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাস হারাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিতর্কের গভীরতা বোঝার জন্য বিভিন্ন বিষয় অন্বেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) দৃঢ়ভাবে ইভিএমের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তাদের যুক্তি কয়েক বছর ধরে কঠোর পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা বর্ধনের মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে গেছে। ইসিআই-এর মতে, অসংখ্য প্রযুক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রগুলিকে টেম্পার-প্রতিরোধী এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। এই কথা বলা হলেও পরীক্ষার জন্য সর্ব সাধারনের কাছে কোনো পথ নেই, বিশেষ করে ইভিএম মেশিন নির্মাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য যে পরিচালক মন্ডলী তা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় কারনে বার বার বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। তাই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য ।

বিরোধী দলের কিছু নেতা ইভিএমের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে যখন নির্বাচনের ফলাফল প্রতিকূল হয়। এই নেতারা যুক্তি দেন যে, কাগজের ব্যালটে ফিরে গেলে জনগণের আস্থা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যরা, বিশেষ করে যারা ইভিএমের পক্ষে, তারা যুক্তি দেয় যে, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই মেশিন গুলির উপর প্রশ্ন করা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করে। এই প্রমান সংগ্রহ করতে গেলে মেশিনের ভিতরের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কমিশন এই বিষয়টি গোপনে রাখতে চায়। তাই প্রমান করা সম্ভব হয়না। তবে ভোট প্রক্রিয়ায় যখন গরমিল হয় তখন এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ভোট চলাকালীন অবস্থায় যে সমস্ত দৃশ্য পরিস্ফুটিত হয়েছে তাতে ইভিএম মেশিন যে একশ শতাংশ সঠিক নয় তার হাজারো প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন বিষয় হল, অনেক সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, ইভিএম তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত হলেও কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেম টেম্পারিং থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। এই বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা যেমন রুটিন অডিট বা কাগজ-ভিত্তিক ভোটে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাদের কথাও গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে মনে হয়না। এত গেল বিশেষজ্ঞদের কথা কিন্তু সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিষয়টি বিভাজনমূলক। কারো কারো জন্য, ইভিএম অগ্রগতি এবং দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যরা সন্দেহের চোখে দেখে। যারা কাগজের ব্যালটে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে তারা যুক্তি দেয় যে কাগজের ভোট দেওয়ার স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা নাগরিক কর্তব্যের অনুভূতিকে শক্তিশালী করে এবং নিশ্চিত করে যে তাদের পছন্দটি সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। সঠিকভাবে রেকর্ড হলো কিনা তা জানার এবং বুঝার অধিকার রয়েছে একজন নাগরিকের। ইভিএম ভোট প্রক্রিয়া এই অধিকারকে ক্ষুন্ন করে। একজন ভোটার ভোট দিলেন একটি মেশিনে, সেই মেশিন সঠিক নাকি বেঠিক তা জানার ক্ষমতা, দক্ষতা বা অধিকার কোনোটিই নাগরিকের নেই। বহু ভোটার এমনও বলেন, ভোট দিয়ে কি লাভ, ভোট যেখানেই দিই, ভোট তো ঐ দলে যাবে। একই ভাবে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য কোনো কোনো নেতা বলেন, ভোট যেখানে দিন, ভোট তো আমার দলের দিকে যাবে। এই যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তা থেকে নাগরিক কিভাবে মুক্ত হতে পারবে ? তাই নাগরিকের এই প্রশ্ন করা এবং ভোট প্রক্রিয়া বদলের দাবি করা ন্যায় সঙ্গত। নির্বাচন কমিশনের কথায় শেষ কথা, নাকি জনগণের কথায় শেষ কথা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকই হল মূল চালিকাশক্তি। নাগরিকের দাবিকে নির্বাচন কমিশন কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন ইভিএম নাকি কাগজের ব্যালট ? কোনটি নাগরিকরা চায়, তার উপরে একটি ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারে। কেননা, ভোট দেওয়ার অধিকার নাগরিকের তাই কোর্ট কাছারি কিংবা সরকার আমলার নয়, এতে জনগনের রায়কে চূড়ান্ত হিসাবে ধরা হোক। এতে করে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হবে। তার উপরে ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, দেশের নির্বাচন ইভিএম এ হবে নাকি কাগজের ব্যালট দিয়ে ভোট হবে।

উভয় পক্ষের শক্তিশালী যুক্তি মূল্যায়ন করে বেশ কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ একটি মধ্যম পথ, হাইব্রিড পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। এতে প্রতিটি নির্বাচনে বাধ্যতামূলক VVPAT পুনঃগণনার সাথে ইভিএম ব্যবহার করা বা স্বচ্ছতার উদ্বেগ দূর করতে নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কাগজের ব্যালটের আংশিক পুনঃপ্রবর্তন করার প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত, ইভিএম এবং ব্যালট নিয়ে বিতর্ক আস্থা, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত প্রশ্ন তুলে ধরে। যেহেতু ভারত তার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আধুনিকরণ করে চলেছে, দক্ষতা এবং ভোটারদের আস্থার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করা অপরিহার্য হবে৷ ভালো অডিটিং, VVPAT-এর বর্ধিত ব্যবহার বা অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে হোক না কেন, ভারতের নির্বাচনের অখণ্ডতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা মূল দাবি হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যালট এবং ইভিএমের মধ্যে লড়াই শুধুমাত্র ভোটের পছন্দের পদ্ধতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল একটি স্বচ্ছ, বিশ্বস্ত নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানে জনগণের দাবির প্রতিফলন ঘটবে এবং নাগরিকের বিশ্বাসের পূর্ণতা পাবে। এমন ভোট প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে। তাই ইভিএম বাতিল করে কাগজের ব্যালট চালু সময়ের দাবি।

স্টেফান উলফ

চীন-রাশিয়ার সম্পর্কে যেভাবে ফাটল ধরাবেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের হবু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (যদিও খুব দ্রুতই ক্রেমলিনের তরফ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে) মধ্যকার ফোনালাপের খবর অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের সুর ও গতিপথ কেমন হবে, তারই ইঙ্গিত দেয়।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুযায়ী, ৭ নভেম্বর পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্প কথা বলেছেন। এ সময় তিনি পুতিনকে সতর্ক করে দেন, ইউক্রেনে যেন আর উত্তেজনা না বাড়ে। পুতিনকে স্মরণ করিয়ে দেন, ‘ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক উপস্থিতির’ বিষয়টি।

এর এক দিন আগে, ভ্লাদিমির পুতিন সোচিতে থিঙ্কট্যাংক ভালদাই ডিসকাশন ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দীর্ঘ একটি বক্তব্য দেন। এ ব্যাপারে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই যে পুতিন তাঁর বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্বে কট্টর পশ্চিমাবিরোধী অবস্থান জানান দেন। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, বিশ্বব্যবস্থা এখন ‘প্রকৃত সৃষ্টির পর্যায়ে রয়েছে’।

কিন্তু একই সঙ্গে পুতিন ট্রাম্পকে ‘সাহসী মানুষ’ বলে তোষামোদ করেন। ট্রাম্প রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক পুনরায় নতুন করে শুরু করতে এবং ‘ইউক্রেন সংকট’ (পুতিনের ভাষায়) অবসানে কোনো প্রস্তাব দিলে সেটা পুতিন বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

কিন্তু এরপর পুতিন তাঁর বক্তব্যে রাশিয়া ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে অনেকটা সময় ধরে কথা বলেন। এর কারণ খুঁজতে আমাদেরকে পুতিন ও সি চিন পিংয়ের প্রতি ট্রাম্পের আগের বার্তার কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩১ অক্টোবর নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি রাশিয়া ও চীনের মধ্যকার মৈত্রী ভেঙে ফেলার কাজ করবেন। ট্রাম্প বলেন যে এই দুই দেশ ‘জাত শত্রু’। এর কারণ হলো রাশিয়ার বিশাল ভূখণ্ড আছে, আর চীনের আছে বিশাল জনসংখ্যা। সেই জনসংখ্যার জন্য রাশিয়ার ভূখণ্ড চীনের দরকার।

চীনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাসও আছে। ১৯৬০-এর দশকে চীন ও সোভিয়েতের মধ্যে যে বিভাজন দেখা দিয়েছিল, তাতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চীনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

নিক্সনের বিপরীত অবস্থানে গিয়ে ট্রাম্প বেইজিংয়ের সঙ্গে নয়, মস্কোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও বর্তমানে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সেই আগের মতো বিভক্তি চিন্তা করা কঠিন। কিন্তু ট্রাম্প রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার যে আকাঙ্ক্ষা লালন করছেন, বাস্তবে সেটা পুরোপুরি অবাস্তব না-ও হতে পারে।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পুতিন ও সি চিন পিং খুব ঘনিষ্ঠ মিত্র। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে অন্যান্য জোটের ক্ষেত্রে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে গভীর সম্পর্ক থাকে, চীন ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা অনুপস্থিত।

জনগণ ও নীতিনির্ধারক দুই পর্যায়েই চীন ও রাশিয়ার মধ্যে অনেক অসন্তোষ রয়েছে। মধ্য এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে রাশিয়ানরা চিন্তিত। বিরোধপূর্ণ সীমানার বিরোধ বেধে যাবে কি না, তা নিয়েও তাঁরা উদ্বিগ্ন। বেইজিংয়ের অধস্তন বন্ধু মস্কো—এই চিন্তা থেকে অনেকে অসন্তুষ্ট।

সম্ভাব্য এসব ইস্যুকে ব্যবহার করে ট্রাম্প চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতদূর গড়াবে, সেটা পুতিনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে। ট্রাম্পের ইউক্রেন-নীতি কী চেহারা নেবে এবং সেটা ইউক্রেন ও পশ্চিমাদের কাছে এর অর্থ কী, সেটা অবশ্যই পশ্চিমাদের মনোযোগের সঙ্গে দেখতে হবে।

ট্রাম্পের মধ্যস্ততায় যদি কোনো চুক্তি হয়, তাতে ২০১৪ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের যে ভূখণ্ড রাশিয়া দখল করেছে, সেটিও পুরোপুরিভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং রাশিয়ার আন্তর্জাতিক পুনর্বাসনের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর সঙ্গে অবশ্যই ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ কমিয়ে আনা ও ন্যাটো সম্প্রসারণ না করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্প একটা চুক্তি করে ফেলতেই পারেন, কিন্তু পুতিন সেই চুক্তিতে কতটা অটল থাকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। পুতিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন—দুই পক্ষের সঙ্গেই খেলতে শুরু করতে পারেন। কারণ, পুতিন আশা করেন, উদীয়মান তৃতীয় বিশ্বব্যবস্থায় তিনি রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পর রাশিয়াকে তিনি তৃতীয় বড় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

রাশিয়ার অর্থনীতির আকার বিবেচনায় এটা পুরোপুরি কল্পনা। কিন্তু পুতিন দীর্ঘদিন ধরে পরাশক্তির মর্যাদায় রাশিয়াকে প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখছেন, সেটা থেমে থাকছে না।

বেইজিংকে ঠেকাতে মস্কোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খুলে গেলেও ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা সেই একই পথ গ্রহণ করবে, সেটা ভাবা বোকামি হবে। কেননা, জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশির ভাগ দেশ চীনের সঙ্গে যেতেই স্বচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এর কারণ হলো, অর্থনীতি। এ দেশগুলো বর্তমানে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর তাদের নির্ভরতা থেকে সরে আসতে পেরেছে। কিন্তু চীনের বাজারের ওপর তাদের বড় ধরনের নির্ভরতা থেকে সরে আসতে পারেনি।

এদিকে চীনও অলস বসে নেই। সি চিন পিং রাশিয়াকে বড় আকারের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে রাশিয়াকে নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য। সামগ্রিকভাবে, আমেরিকাকে আবার মহান করতে গিয়ে ট্রাম্প এর ক্ষয়কেই ত্বরানিত করে তুলতে পারেন। সেটা তিনি করবেন, উদারনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ভুলভাবে সাজাতে গিয়ে।

স্টেফান উলফ, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক অধ্যাপক এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বেড়াচাঁপার নূরে আলম মিশনে শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশন ও নূরে আলম মিশন স্কুলে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দু-দিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপক শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন। এই মেলায় খুঁদে বিজ্ঞানীদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রদর্শিত হয় এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে শিক্ষার্থীরা। সাইন্স এক্সিবিশন, ম্যাথ এক্সিবিশন, জিওগ্রাফি এক্সিবিশন, কুকিং, আর্ট এন্ড ক্রাফট, মহাপুরুষ, ইসলামিক বিষয় , বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ফল, ডেঙ্গু সচেতনতা সহ সমাজ ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এই বিজ্ঞান মেলায়।

শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপক শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে এই বিজ্ঞান মেলায় আসতে হবে। শিশু বয়স থেকেই বিজ্ঞান মনস্ক করার প্রচেষ্টাকে মিশন কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই।' মিশনের প্রিন্সিপাল রেহেনা পারভীন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে ও বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বিকশিত করতে আমরা বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করেছি। আমাদের জীবনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা কতখানি তা প্রকাশ করতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় হাতে-কলমে দেখিয়েছে।'নূরে আলম মিশন স্কুলের চেয়্যারম্যান শিক্ষক আব্দুর রহমান বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের ছোয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে আমরা বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করেছি।' মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী, পিতা-মাতা, দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার এডিএ সুপ্রতীক ঘোষ, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ইনামূল মোল্লা, ইমাম মুয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজুদ্দিন, হাশিমিয়া একাডেমীর সুপারিনটেনডেন্ট মোফাস্সির হোসেন, শ্রীনগর আদর্শ পঞ্চপল্লী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রশান্ত কুমার গাইন, শিক্ষক তরিকুল ইসলাম, শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, শিক্ষক হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

এমএসকে সংগঠনের শুভেচ্ছা সাত্তারকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল এমএসকে- স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্য কমিটির সভাপতি ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফি এবং রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুর রউপ- মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর আব্দুস সাত্তার সাহেবকে সাংগঠনিকভাবে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন এবং এম এস কে/ এস এস কে- সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে লিখিতভাবে সমাধানের প্রস্তাব ও দাবী সনদ পেশ করেন । পাশাপাশি রাজ্যের আন- এডেড মাদ্রাসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। যে সমস্ত অনুমোদন প্রার্থী মাদ্রাসা, আন-এডেড হিসেবে এখনো ভেরিফিকেশন হয়নি বা ব্লক থেকে কিংবা জেলা থেকে ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ডাইরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের দপ্তরে জমা পড়েনি, তাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আব্দুস সাত্তার সাহেব জানিয়েছেন তিনি সদ্য দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিষের দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করবেন ও এমএসকে, এসএসকে, আন- এডেড মাদ্রাসার সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তিনি সচেষ্ট থাকবেন । সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ।

আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনা শিক্ষক দেবব্রত মুখার্জিকে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জামালপুরের গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার এক আবেগঘন বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিদায় উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রবিবারে খোলা রাখা একমাত্র এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের অভিভাবকস্বরূপ দেবব্রত বাবুকে সম্মান জানাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দেবব্রত বাবু এবং জামালপুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান। অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌরভ ব্রহ্মচারী, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্না দাস, উপ প্রধান শ্যামল চট্টোপাধ্যায় এবং শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রবীর নায়েক, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, পীযূষ দাস সহ অনেকেই।

মেহেমুদ খান তাঁর বক্তব্যে দেবব্রত বাবুর ভদ্রতা, দক্ষতা ও সহমর্মিতা সম্পর্কে ভুয়সী প্রশংসা করেন।

১০টি স্কুলের ৪৭ পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গেল অন্যের অ্যাকাউন্টে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার ট্যাব কেলেঙ্কারির আঁচ পড়ল বাঁকুড়াতেও। সম্প্রতি ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল জেলার ১০ টি স্কুলের ৪৭ জন পড়ুয়ার জন্য বরাদ্দ ট্যাবের টাকা এক্সলে গেছে অন্যের একাউন্টে। শিক্ষা দফতরের দাবী দ্রুত ওই টাকা ফেরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যেই সম্প্রতি ট্যাব কেলেঙ্কারি সামনে আসে। রাজ্য সরকারের তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের অধীন এই বরাদ্দ নিয়ে খোঁজ খবর করতেই জানা যায় বাঁকুড়া জেলাতেও পড়ুয়াদের একাংশের ট্যাবের টাকা চলে গেছে অন্যের একাউন্টে।

সারা জেলার ১০ টি স্কুলের ৪৭ জন পড়ুয়ার ক্ষেত্রে এমন বেনিয়ম সামনে এসেছে। এর মধ্যে বাঁকুড়ার নিত্যানন্দপুর হাইস্কুলের ২০ জন ও সিমলাপাল মঙ্গলময়ী বালি বিদ্যামন্দিরের ১৭ জন পড়ুয়ার ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে। এছাড়াও জগদল্লা গোড়াবাড়ি এমজিএস বিদ্যালয় এবং বিষ্ণুপুর কে এম হাইস্কুলের ক্ষেত্রে দুজন করে পড়ুয়ার এমনটা হয়েছে। অন্য স্কুলিগুলির ক্ষেত্রে এক জন করে পড়ুয়ার প্রাপ্য ট্যাবের টাকা ঢুকেছে অন্যের একাউন্টে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপ করে শিক্ষা দফতর। যে একাউন্টগুলিতে ওই টাকা চলে গেছে সেই একাউন্টগুলি থেকে দ্রুত টাকা ফেরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষা দফতরের দাবী যে একাউন্টগুলিতে ভুল করে ওই টাকা চলে গেছে সেই একাউন্টগুলি থেকে টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই কয়েকজনের টাকা ফেরানো সম্ভব হয়েছে বলেও জানিয়েছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষা দফতরের দাবী যে পোর্টালে ট্যাবের টাকার জন্য আবেদন জানানো হয় তাতে পড়ুয়াদের নাম ও একাউন্ট নম্বর এন্ট্রি করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের। তাই এই ভুল সংশ্লিষ্ট স্কুলিগুলির বলেই দাবী স্কুল শিক্ষা দফতরের।

আফসা ফেইথ স্কুলে শিশু দিবসে তুলে ধরা হল সামাজিক সচেতনতার বার্তা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে গোটা দেশের পাশাপাশি শিশু দিবস উপলক্ষে কালিয়াচকের সুজাপুর আফসা ফেইথ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বর্ণাঢ্য রবীন্দ্রা ও দেশীয় সঙ্গীতে নৃত্য ও গান, কবিতা আবৃত্তি, নারী শিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন, দেশাত্মবোধক গান ও নাটক, অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষনীয় ও সামাজিক সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন ছাত্রছাত্রীরা।

এদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যাপক ড: মুহাম্মদ ইসমাইল, মোজমপুর হাজী শেখ সুভানি বিশ্বাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ সামিম আফতাজ, প্রাক্তন মালদা জেলা পরিষদ খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হাজী কেতাবুদ্দিন, মালদা জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সালাম বাংলা পত্রিকার সম্পাদক নাসিমুল হক নাসিম, এছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আফসা ফেইথ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে সম্পাদক সাহিদুর রাহমান, প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ মুরসালিম, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুল আলিম সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

আফসা ফেইথ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সম্পাদক সাহিদুর রাহমান বলেন, আমাদের প্রতিবছর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনোবল শক্তি বাড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে শিশু দিবস উপলক্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমি মিশনের পক্ষ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা ও অবিভাবকের নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে পঠনপাঠন, শিক্ষার উন্নয়ন ও ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছানো যায় তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করছি।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত নানা অতিথিদের আলোচনা ও প্রস্তাব গুলো অনুসরণ ও ব্যবহার করা হবে। তার জন্য সকলের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ কাম্য। পরিবেশ শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই অন্তরায় দূর করতে আজকের বিশেষ উদ্যোগ। আমাদের উদ্দেশ্য পুঁথিগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাদান, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বুকে ভালো মানুষ তৈরি করা।

শিশু দিবসে মোবাইল আসক্তি দূর করতে কর্মশালা কথক স্কুলে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাটের কথক শিশু কিশোর নাট্য বিদ্যালয়ও নিজেদের মহলা কক্ষে পালন করল শিশু দিবস। সেই উপলক্ষে বিশেষ কর্মশালাও আয়োজন করলো তারা। বিষয় ছিল ' শিশু কিশোর কিশোরী দের মোবাইল আসক্তি ' । তাতে অংশ নেয় তনুশিয়া মণ্ডল, রিত্তিকা মণ্ডল, শ্রেয়াংশু সেন, সায়ন্তিকা মণ্ডল, ঋত্বিকা মণ্ডল, অনিরুদ্ধ পাল, তমোঘ্ন সাহা, অঙ্কিতা চ্যাটার্জী, স্বর্নালী প্রমুখ।

কথক শিশু কিশোর নাট্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মোবাইল ব্যবহার করে কিনা, দিন রাত মিলিয়ে কতক্ষণ করে, মোবাইলে কি কি দেখতে ভালো লাগে,কেন ভালো লাগে, মোবাইল না দেখতে পারলে কিছু মনে হয় কিনা , অভিভাবক দের মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি সম্বলিত একটি প্রশ্নোত্তর সমীক্ষা তেও অংশ নেয়।

এর সঙ্গেই শিশু মনের বিকাশে ও সামগ্রিক বিকাশে থিয়েটারের ভূমিকা এবং শিশু কিশোর কিশোরী দের হাসির মুহূর্ত উপহার দিতে কর্মশালা পরিচালক তুহিন শুভ্র মন্ডল পাঠ করেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক ভীমবধ। কর্মশালায় অংশ নিয়ে শিশু কিশোর কিশোরীরা জানিয়েছে যে তারা যা লিখলো তা মেনে চলবে এবং মোবাইলের সঠিক ব্যবহার করবে। তুহিন জানান, থিয়েটারকে একটা থেরাপি হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। বর্তমানে শিশু দের মধ্যে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের পর।প্রবণতা দেখা যায়।তবে ছোট দের অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অভিভাবক দেরও ভূমিকা আছে। বড় রাও মোবাইল আসক্তিতে ভূগছে কিনা সেটাও বুঝতে হবে। শিশু কিশোর কিশোরী দের বলা হয়েছে যখনই মোবাইল ব্যবহারের ইচ্ছে হবে তখন যেন তারা অন্য কাজ করে মনকে শান্ত করে।

শিশু দিবসে মেতে উঠলেন শিক্ষকরাও

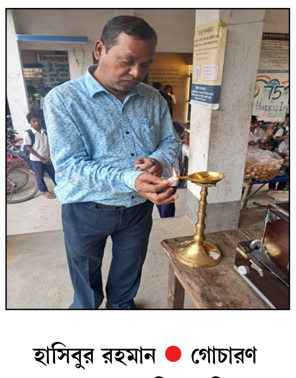

হাসিবুর রহমান ● গোচারণ

আপনজন: বৃহস্পতিবার শিশু দিবস শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোচরণ মুক্ত কেসী গৌর মোহন দাস হাই স্কুলে কয়েকশো শিশুদের কেক ও মিষ্টি দিয়ে তাদের মিষ্টি মুখ করান শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের অর্থ দিয়ে ।

সেই সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধান শিক্ষক বিমলেন্দু চক্রবর্তী অনুষ্ঠান শুভ সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানের শিশুরা কবিতা আবৃত্তি গান বক্তব্য ও রাখেন সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে ইস্কুলে ছিল একটি খুশির হাওয়া দুপুরে মিড ডে মিলে শিশুদের খাবারের প্লেটে তুলে দেয়া হয় মাংস ভাত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমানন্দ চক্রবর্তী বলেন শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ এই শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে তাদের সঙ্গে আমাদেরও শিশুসুলভ আচরণ করতে হবে। এরা তো আমাদের আগামী দিনের প্রজন্ম আমাদের থেকে যে শিক্ষা নেবে শিশুরা সারা জীবন সেই শিক্ষার আলোতে আলোকিত করবে গোটা পৃথিবীকে।

রামপুরহাট ব্লকে আবাস যোজনা নিয়ে ডেপুটেশন সিপিএমের

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এবং সিটুর উদ্যোগে আজ গোটা রামপুরহাট শহর জুড়ে এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দেয়া হয়। তাদের ডেপুটেশনের চার দফা দাবি আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সমস্ত গৃহহীনদের আবাস তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত আবাস তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সারের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। তাদের দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক আধিকারিক অংকুর মিত্র তিনি বলেন আমাদের আধিকারিকরা স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের চেষ্টা করছে এবং যে সমস্ত জায়গায় বঞ্চিত হয়েছেন প্রাপকরা তাদের নাম নথিভুক্ত করার ও কাজ চলছে।

বীরভূম জেলা সিপিআইএমের অন্যতম সদস্য সঞ্জীব বর্মন জানান আগামী ১০ দিন টাইম দিয়ে গেলাম ব্লক আধিকারিক কে যদি এর মধ্যে কাজ না হয় তাহলে আমরা কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে সে এই অফিসেই বসে থাকবো যতক্ষণ না সুষ্ঠু সমাধান হয়।

বেঙ্গল মডেল চাইল্ডে শিশু দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বেড়াচাঁপা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত বেড়াচাঁপা বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট- এ "জাতীয় শিশু দিবস" উদযাপন।

শিশু দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরি,ছবি আঁকা,কথোপকথন, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া পাঠ,মনীষীদের সাজে সুসজ্জিত সাজ এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য বানী পাঠ ইত্যাদিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরিতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ বেড়াচাঁপা কাউকেপাড়া এলাকা পরিক্রমা করে।মণীষীদের বানী সম্বলিত প্লাকার্ড শিক্ষা সচেতনতায় ভালো সাড়া ফেলে।

বিভিন্ন ইভেন্টে স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা যথাক্রমে সেখ মেহরাব হাসান, মুসলমান সুলতানা, আরাফাত দপ্তরী, সেখ সাকিব আহমেদ, সোয়াইবিয়া পারভীন, আরিয়ান মোল্লা, নৌসিন জামান, সোহানা সুলতানা, সাদিয়া খাতুন, হুমাইরা পারভীন, সারমিন খাতুন, সিজান,সিয়াম এবং মিনহাজ। বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা তাসমিনা খাতুন, মৌসুমি বিশ্বাস, নারগিস সুলতানা, রানী খাতুন, জুহি পারভীন, নারগিস নাহার শিক্ষক সারির আহমেদ।

সমগ্র অনুষ্ঠান টি রুপায়ন করেন প্রধান শিক্ষিকা নাফিসা সুলতানা। ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন মল ডাঃ তহিদুর রহমান, সেখ নাহিদ হাসান ও মসিউর রহমান। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষন দেন স্কুলের সম্পাদক সেখ আহাসান আলি। শুভেচ্ছা জানান আই এ এস সেখ নুরুল হক সাহেব।

কুলতলি ও কাকদ্বীপে নানা অনুষ্ঠানে শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের কুলতলি ও কাকদ্বীপে পালন করা হল শিশু দিবস। বৃহস্পতিবার শিশুদিবসকে সামনে রেখে তাই সুন্দরবনের কুলতলিতে হয়ে গেল শিশুদের দ্বারা একাঙ্ক নাটক । এদিন কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল শিশু দিবস। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু প্রধান, মিসিং লিঙ্ক ট্রাস্টের কর্মকর্তা প্রবীর মিশ্র, বিশিষ্ট নাট্যকার বিপ্লাণু মিত্র, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সৌরভ কুমার চন্দ্র, সহেলী গুপ্তা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি, আই সি ডি এসের কর্মী ও ছাত্র ছাত্রীরা। অন্যদিকে, এ দিন শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরন করা হয় কাকদ্বীপে। কাকদ্বীপ নজরুল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এদিন খাদ্য বিতরণে অংশ নেন কাকদ্বীপ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রসুন রথ প্রমুখ।

আপনজন: শিশু দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমিতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হল। সমাজ গঠনে শিশুদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বীরভূম জেলা কংগ্রেসের নেহরুর জন্মদিন পালন

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বৃহস্পতিবার আধুনিক ভারতের রূপকার স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জাহারলাল নেহেরুর ১৩৫ তম জন্মদিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে সকাল ৯টায় বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান। সৈয়দ কাসাফদ্দোজা বলেন, পন্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হবার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিঞ্জান, এর প্রভূত উন্নতি ঘটান। নদীবাঁধ নির্মাণ করেন, কৃষিতে উন্নতি ঘটিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার চেষ্টা করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ব্লক এসি, এসটি সেলের চেয়ারম্যান ধীরেন দুলুই, উত্তম কুমার দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ।

সচেতনতার বার্তা দিয়ে শিশু দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাটিয়াহাট

আপনজন: বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের কাটিয়াহাট 'গ্রুপ অফ আল-হেরা'র উদ্যোগে সাড়ম্বরে শিশু দিবস পালিত হল । মাদ্রাসা, মিশন, নার্সারী অর্থাৎ কাটিয়াহাট আল-হেরা কিন্ডারগার্টেন, আল-হেরা একাডেমি, কাটিয়াহাট আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া তিনটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এদিন প্রভাত ফেরির আয়োজন করে আল-হেরা কর্তৃপক্ষ । প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আকবর আলী সরদার বলেন, শিশুদের অধিকার, শিক্ষা এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষে শিশু দিবস পালন করছি ।' এদিন প্রভাত ফেরীর সময় নার্সারি, মিশন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা প্রেরণামূলক এবং সচেতনতামূলক বার্তা দিয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পা মেলায় । ছিলেন আবু সিদ্দিক খান, আব্দুর রহমান সরদার প্রমুখ।

ফুরফুরার শিক্ষা কেন্দ্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

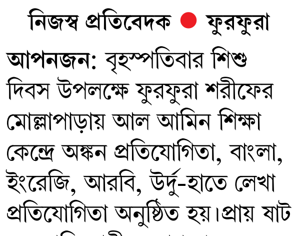

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: বৃহস্পতিবার শিশু দিবস উপলক্ষে ফুরফুরা শরীফের মোল্লাপাড়ায় আল আমিন শিক্ষা কেন্দ্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু-হাতে লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।প্রায় ষাট জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।সার্বিক পরিচালনা করেন, আল আমিন শিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদক মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী। তদারকি করেন, শিক্ষিকা হোসনা পারভিন,সীরাতুন নেসা,সাবনাম খাতুন,আমেনা খাতুন,আলিয়া বেগম,ফারহিন খাতুন,নূরুসশোভা খাতুন, তামান্না সাফরিন। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

প্রথম নজর

বালুরঘাট পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪ লক্ষ টাকা উধাও!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: ট্যাব কেলেঙ্কারির পর এবার পুরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হল ১৪ লক্ষ টাকা। বালুরঘাট পুরসভার ব্যাংক একাউন্ট থেকে উধাও হয়েছে ১৪ লক্ষর বেশি টাকা। কে বা কারা পুরসভার টাকা গায়েব করল তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র এই টাকা উধাও এর বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরসভার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে মোট ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উধাও হয়েছে। তিনটি চেকের মাধ্যমে এই টাকা তুলেছে প্রতারকেরা। চেয়ারম্যানের অভিযোগ যে চেকের মাধ্যমে টাকা তোলা হয়েছে তা পুরসভার পক্ষ থেকে কাউকে দেওয়া হয়নি। যে তিনটি চেকের মাধ্যমে এই টাকা প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে সেই চেক নাম্বার গুলি হল ৫৩৭৭১, ৫৩৭৭২, ৫৩৭৭৩। কিভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুরসভার টাকা অন্য একাউন্টে পাঠিয়ে দিল তা জানতে ব্যাংকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান। যদি পুরসভার টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফেরত না দেয় তাহলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ওই চিঠিতে চেয়ারম্যান ষষ্ঠ জানিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে চেয়ারম্যান এর পক্ষ থেকে বালুরঘাট থানা জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা শাসক কে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি তাদের শাখায় এমন কোন অনিয়মের ঘটনা ঘটে নি। তাদের দাবি বিষয়টি সদর দপ্তরের জানানো হয়েছে কিভাবে ঘটল, তা তদন্ত হচ্ছে। ছাত্র ও ছাত্রীদের ট্যাপ কেলেঙ্কারি নিয়ে যখন গোটা রাজ্য উত্তাল, সেই সময় বালুরঘাট পুরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ এই অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে।

শিশু পড়ুয়াদের ট্রাফিক সচেতনতার পাঠ দিল ট্রাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার শিশু দিবসের দিন সকালে হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে ট্রাফিক সচেতনতা নিয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল সংলগ্ন এলাকায় যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুলের সামনে এদিন সকালে স্কুলের শিশু পড়ুয়াদের ওই সচেতনতার পাঠ দেন হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের আইসি সুকান্ত কর্মকার। সুকান্ত বাবু বলেন, আজ ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস। এই উপলক্ষে স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ট্রাফিক সচেতনতার উপর এই সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিভাবে হেলমেট ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে রাস্তা পারাপার করতে হবে, কিভাবে গাড়ি থেকে নেমে সাবধানতা অবলম্বন করে স্কুলে আসতে হবে এসব বিষয়গুলি পড়ুয়াদের অবহিত করা হয়। অভিভাবকদের বলা হয় বাইকে স্কুলে এলে আপনি নিজে যেমন হেলমেট ব্যবহার করবেন সেরকম আপনার শিশুকেও হেলমেট পরাবেন। এতে দুজনেই সুরক্ষিত থাকবেন। এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতার আয়োজন করা হয় এদিন। হাওড়া সিটি পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও। তারা জানান, হাওড়া সিটি পুলিশ যেভাবে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে তাতে তারা খুশি।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে শিশু দিবস উৎযাপন

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন তথা জাতীয় শিশু দিবস উৎযাপন করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় উত্তর চক্রের পিঠাপুকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ডালি সাজে বক্তব্য, কবিতা, গান, নাচ, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং নাটকে। ১৪ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। জাতীয় শিশু দিবস উৎযাপনের পাশাপাশি এদিন ছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন মাংস, মিস্টি, চাটনি-সহ মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও অতিথিগণ। ভাঙড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির মধ্যে এতো বড় আয়োজন এই প্রথম বলে অভিমত বিশিষ্টদের। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মীরা গুপ্তা, ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির ভুমি কর্মাধ্যক্ষ খায়রুল ইসলাম, প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ মোমিনুল ইসলাম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক নুরুল মঈন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান শিক্ষার্থীদের আনন্দ দিতে আমাদের এই আয়োজন।

বনগাঁয় ভুয়ো কোম্পানি খুলে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: ভুয়ো কোম্পানি খুলে কোটি কোটি টাকা সাইবার প্রতারণার অভিযোগ, ব্যাংক ম্যানেজার সহ গ্রেফতার ৭ প্রতারক ।ভুয়ো কোম্পানি বানিয়ে সেই কোম্পানির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে অনলাইন গেমিং, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া, স্টক মার্কেট সহ একাধিক ভাবে সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক ব্যাংকের ম্যানেজার সহ মোট সাতজন প্রতারককে গ্রেফতার করলো উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পুলিশ। ২৩ টি কোম্পানি খুলে সেই কোম্পানির নামে প্রায় ১০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৮ তারিখে বাগদা থানার পুলিশ সিন্দ্রানি এলাকায় হানা দিয়ে সাইবার প্রতারণার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের ৮ দিনের পুলিশি হেফাজত নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে অরিন্দম বিশ্বাস নামে বেসরকারি ব্যাংকের এক কমার্শিয়াল রিলেশনশিপ ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক জমির নথি, একাধিক ব্যাংকের পাস বই, ১১৬ টি এটিএম কার্ড, দামি গাড়ি, ৯০ টা সরকারি বেসরকারি সংস্থার স্টাম্প সহ প্রচুর নথি উদ্ধার হয়েছে। যারা বিভিন্ন জায়গা দেখিয়ে ২৩ টি কোম্পানি খুলেছিলে ব্যাংক ম্যানেজার অরিন্দমের সহযোগিতা নিয়ে ওই কোম্পানির নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে প্রায় ১০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্ট গুলির নামে ২০৪ টি সাইবার প্রতারণার মামলা রয়েছে। বাগদার সিন্দ্রানি এলাকা থেকে এই প্রতারণা চক্র চলত। তিন বছর আগে এই প্রতারণা শুরু হয়েছিল। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে এই প্রতারণা চক্র কতদূর পর্যন্ত রয়েছে। আর করাই বা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

ওবিসি বাতিল ও ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে একটি সচেতনতা কর্মসূচি বাঙালি অনগ্রসর শ্রেণি ন্যায় মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির রামপুরে বৃহস্পতিবার বাঙালি অনগ্রসর শ্রেণি ন্যায় মঞ্চ ওবিসি বাতিল এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। বিভিন্ন বক্তারা বিষয়টিতে তাদের মতামত তুলে ধরেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রাক্তন সহকারী পরিচালক কাজী মোহাম্মদ শেরিফ, বেস-এর সম্পাদক ড. আবু সালেহ, সহকারী অধ্যাপক সাইন শেখ, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সিরাত ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন মতিউল ইসলাম, নাজিমউদ্দিন মোল্লা সহ প্রায় পাঁচশত স্থানীয় মানুষ।

আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা বলেন, মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত গোষ্ঠী গুলিকে অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করার পদ্ধতিতে রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন অথবা রাজ্য সরকারের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি ছিল না। মুসলিম অনগ্রসর শ্রেণী কে সংরক্ষণের সুফল থেকে বঞ্চিত করার কারণ ন্যায় বিচারের পরিবর্তে মহামান্য আদালতের মুসলিম তথা সমগ্র অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি চূড়ান্ত অবিচার এবং আইন বিরোধী রায়, সাংবিধানিক নীতির বিরোধিতা করে। আদালতের রায়টি পক্ষপাত এবং নীতি হীনতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

বিভিন্ন বক্তা একই ভাবে ওয়াকফ আইনে পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় সম্পত্তি গ্রাস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঘোষনা করেন সমগ্র মুসলিম সমাজ একাত্ম হয়ে ঐসব ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করবে। সভায় বক্তারা মুসলিম সমেত সমগ্র অনগ্রসর শ্রেণীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ষড়যন্ত্র কারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনাতে ঐক্যমত গঠিত হয় যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুন্দরবনের মানুষ অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে।

শিশু দিবসে রক্তদান গ্রামীণ চিকিৎসকদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শিশুদের মঙ্গল কামনায় বৃহস্পতিবার শিশু দিবস উপলক্ষে রক্তদান করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ চিকিৎসরা। এদিন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে ২৫ জন গ্রামীণ চিকিৎসক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।উল্লেখ্য থ্যালাসেমিয়া এবং অপুষ্টিজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অসংখ্য শিশু। এছাড়াও বর্তমানে চরম রক্ত সংকট চলছে।আক্রান্ত শিশুর পরিবারের লোকজনদের কে রক্ত জোগাড় করতে হীমশিম খেতে হয়।যাতে করে ভবিষ্যত প্রজন্মের এই সমস্ত শিশুরা রক্ত পেয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তারজন্য এমন উদোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হালদার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিশু দিবস বিধান শিশু উদ্যানে

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিধান শিশু উদ্যানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হল। বিধান শিশু উদ্যানের নাচ, গান, আবৃত্তি বিভাগের সভ্য-সভ্যাসহ যোগাসন, অ্যাথলেটিক্স এবং তাই-কোন-ডু বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন কসরত প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটি সারা দেশে শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। তাই বিধান শিশু উদ্যানের পক্ষে আজকের দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের প্রতি পণ্ডিতজির ভালবাসা সর্বজনবিদিত।

শিশু দিবসে ভবিষ্যতের নাগরিকরা পথে নামল বীরভূমের লোহাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লোহাপুর

আপনজন: বিশ্ব শিশু দিবসে ভবিষ্যতের নাগরিকরা পথে নামলেন। তারা নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব চিন্তায় তারা তাদের দাবি পেশ করলেন। তাদের স্লোগান ছিল আমরা আগামীর ভবিষ্যৎ। শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে। নিজের দেশে আমরা নিরাপদে বাঁচতে চাই। যারা বিপথগামী শিশু তাদের শিক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিন। আমরা আগামী প্রজন্ম আমাদের জন্য জল বাঁচান। আপনার শিশু আপনার সম্পদ, তাকে সযত্নে মানুষ করুন। কারণ শিশুদের নিয়ে যে ছেলে খেলা, যে ছিনিমিনি চলছে। সেগুলি বন্ধের দাবি নিয়ে তারা সুনাগরিক এবং সমাজে একটা প্রতিবাদী মুখ হওয়ার দাবি জানিয়েছে। ১৪ ই নভেম্বর বৃহস্পতিবারের দিন সকালে এই দিনটিকে এমিল পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে শিশু দিবস হিসেবে সাড়ম্বরে পালন করা হলো। একই সঙ্গে বান্দখালা মোড়ে এমিল পাবলিক স্কুলের কচিকাচারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বান্দখালা মোড়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত করে তোলে তাদের মিছিলকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বরা। তারা এই শিশু দিবসের দিনটিকে সামনে রেখে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার যে ভাবনা, সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই সঙ্গে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন শিশুদের আগামী ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত এবং সজীব করতে বদ্ধপরিকর। এভাবেই তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। যার জেরে ২০২৪ সালের শিশু দিবস শিশুদের কাছে একটা অসামান্য দিন স্মরণীয় ঘটনা হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের মণিকোঠায় তুলে রাখবে।

নেহরুর জন্মদিনে প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের ঘোষণা, ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় আন্দোলন হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান শামিম আখতার-এর আহ্বানে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নহেরুর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহপতিবার কলকাতার কেলা বাগানে একটি বিশাল জনসভার মাধ্যমে ওয়াকফ বাঁচাও আন্দোলনের সূচনা করা হয়। জনসভার মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার দাবিতে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী, খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ড. শামসুল আলম, সিনিয়র নেতা আজমল খান, প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতা হাইকোর্ট এর বিশিষ্ট আইনজীবী আশফাক আহমেদ, জিতেন্দ্র পাল সিং জি, সাধারণ সম্পাদক ড. আমজাদ আলি আনসারি, যুব কংগ্রেস নেতা মহ: সরফারাজ, বড়বাজারের চেয়ারম্যান খালিদ রেজা, মহ: হুসাইন, এবং সোসাল মিডিয়া ইনচার্জ নেয়ামত আলি। প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘূ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব শামিম আখতার বলেন, “ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অমূল্য সম্পদ, যা আজ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা ওয়াকফ আইন রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সমস্ত স্তরে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে প্রস্তুত। ওয়াকফ সম্পত্তি দখল ও অনিয়ম রোধে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।”

অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, “ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ও নৈতিক দায়িত্ব। এই আন্দোলন শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং ভারতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির অংশ। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে চেয়ারম্যান শামিম আক্তারের নেতৃত্বে ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকার পুনরুদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আশফাক আহমেদ বলেন, “ওয়াকফ বাঁচাও আন্দোলন শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার নয়, এটি একটি ন্যায়বিচারের লড়াই। আমরা আইনগতভাবে ও সামাজিকভাবে এই ইস্যুতে সোচ্চার থাকব এবং ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় সবরকম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করব।”

এই জনসভায় বিশিষ্ট বক্তারা ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন এবং ভবিষ্যতে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

উলুবেড়িয়ায় ঢালাই রাস্তার কাজ খতিয়ে দেখতে এলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের তপনা ও বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থল ছোট আমশা গ্রামের কুলপাড়ার রাস্তার ৩০০ মিটারের মত অংশ ঢালাই না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল গ্রামবাসীদের।দুর্গাপুজোর মহা অষ্টমীর রাতে ওই এলাকার পুজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যান এলাকার স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।সেখানেই মন্ত্রীর কাছে রাস্তার বাকি অংশটুকু ঢালাইয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা।ওই এলাকায় দাঁড়িয়েই ফোন করেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক-কে।মন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক এলাকা পরিদর্শন করেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,কর্মাধ্যক্ষ শেখ মুরাদ সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ। একমাসের মধ্যে রাস্তা তৈরীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্ত্রী। আর মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মত রাস্তাটি দ্রুত ঢালাই করল উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসন। রাস্তাটি ঢালাই হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ।এলাকার মানুষ মন্ত্রী পুলক রায়-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানিয়েছেন।ঢালাই রাস্তা প্রসঙ্গে বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,”মন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,কর্মাধ্যক্ষ শেখ মুরাদ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করি। এবং উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব অর্থ ব্যায়ে দ্রুত ওই ঢালাই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে”।

জমি বিবাদে নেতার হাতে আক্রান্ত দু’ভাই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নিজের জমি দখলে রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেতা ও তার দলবলের হাতে জখম হলো দুই ভাই। বুধবার এই ঘটনাকে ঘিরে ভগবানগোলা থানার কুঠিরামপুর এলাকায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়।স্থানীয় সূত্রে খবর, কুঠিরামপুরের বাসিন্দা দিলীপ চৌধুরী এবং বিজয় চৌধুরী দুই ভাইয়ের পশ্চিম রামপুর মৌজায় দু’শতক চাষের জমি আছে। ওই জমির পিছনে বেশ কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা তাসলিমা বিবির স্বামী মুরসালিম শেখ। অভিযোগ, প্রোমোটারির উদ্দেশ্যে কেনা ওই জমিতে যাওয়ার জন্য দু’ভাইয়ের কৃষিজমিতে নজর পড়ে তার। ওই জমি হাতাতে নানা রকমভাবে চাপ দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এ বিষয়ে কয়েকবার থানায় অভিযোগ করা হয় বলে আক্রান্ত পরিবারের দাবি। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে মুরসালিম তার লেঠেল বাহিনী নিয়ে জমি জবরদখল করতে হাজির হয়। বাধা দেন জমির মালিক দিলীপ চৌধুরী ও বিজয় চৌধুরী।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ফজলে হক সংবর্ধিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ তথা নিপ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে আজ কোচবিহার জেলার দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। কোচবিহার জেলার এক নং ব্লকের সুকটাবাড়ির বাসিন্দা বিশিষ্ট কবি জনাব উদ্দিন ব্যাপারী ও দিনহাটার বাসিন্দা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ ফজলে হক মহাশয়কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটি । সভাপতি সাব্বির হোসেন বলেন, সমাজ প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া ভুলে যেতে বসেছে। বিশিষ্টজনরা জীবনের মূল্যবান সময় জাতি ও সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু বয়সের ভারে যখন ন্যুয়ে পড়ে তখন সমাজ কেমন যেন ভুলে যায়। আমরা নৈতিক দায়িত্ব বোধে ওনাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করলাম। নিপ্রমের পরামর্শ পরিষদের সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ওনাদের বাসভবনে গিয়ে সম্মাননা পত্র প্রদান করে। প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন, সিদ্দিক হোসেন, সাহানুর হোসেন, সাওকত হোসেন, ফারহান উল ইসলাম , সম্রাট হক, সুমন মিয়া সহ আরো অনেকে।

প্রথম নজর

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সেমিনার স্কুলে

এহসানুল হক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: পিয়াড়া তেঘরিয়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বাল্যবিবাহ ,শিশুপাচার প্রতিরোধ এবং মোবাইলের অপব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক শিশু দিবসে বিশেষ সেমিনার । স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কেক কেটে প্রত্যেকের হাতে ফুল চকলেট বিস্কুটের প্যাকেট তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিয়াড়া তেঘরিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমৃত মন্ডল, সমাজসেবি সংগঠন এনএসএস এর কর্ণধার শেখ ইরান সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলীরা।প্রথমে এই সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুদের সামনে শিশু দিবসের তাৎপর্য ব্যখ্যা করা হয়। অন্যদিকে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ইটিন্ডা পানিতর পঞ্চায়েতের ইটিন্ডা চাইল্ড ক্লাব ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীদের যৌথ উদ্যোগে শিশুদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইটিন্ডা এলাকায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একাধিক কমান্ডো, ছিলেন ইটিন্ডা পানিতর পঞ্চায়েত প্রধান মেহেরুন নেসা বিবি, বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের মৎস্যকর্মা দক্ষ সারিফুল ইসলাম মন্ডল, পঞ্চায়েতের সচিব ছোট্টু দাস সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শিশুদের নিয়ে বিশেষ পদযাত্রা আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় শামিল হন এলাকা থেকে বহু শিশুরা। এদিন পঞ্চায়েত প্রধান মেহেরুন নেসা বিবি বলেন, নারীশক্তি হচ্ছে সব থেকে বড় শক্তি, তাই নারীদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে, শিশুদের যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদেরকে বলব আপনার সন্তানকে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য ভালো শিক্ষা দিতে হবে, ১৮ বছর না হলে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না, শিশু পাচার রুখতে আমাদের নিজেদের মধ্যে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন শিশুর ভবিষ্যৎ ভালো করতে পারে একজন তার ভালো মা, তাই মাকে শিশুর প্রতি নজর দিতে হবে।

শিশু দিবসে বারাসত হাসপাতালের বড় প্রাপ্তি

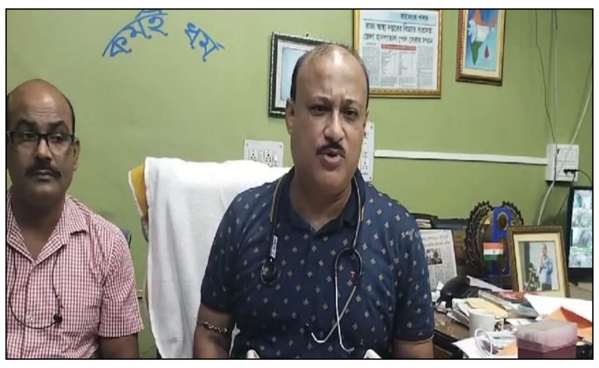

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: টানা ৭০ দিন যুদ্ধের পর শিশু দিবসে হাসি ফুটল বারাসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের মুখে। বারাসত মেডিকেল কলেজের একটা বড় সাফল্য সামনে এল। শিশু দিবসের দিন এক সদ্যজাত শিশুকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন চিকিৎসকরা। মাত্র ২৭ সপ্তাহে ৮০০ গ্রামের সন্তানের জন্ম দেন আমডাঙার সোনাডাঙ্গার বাসিন্দা রুবিনা খাতুন। সেই বাচ্চার জন্য যে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন তা সাধারণত বি সি রায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময় সে হাসপাতালে বেড না থাকায় বারাসত মেডিকেল কলেজ নিজেরাই উদ্যোগ নেয় এই শিশুকে সুস্থ করে তোলার। দীর্ঘ ৭০ দিন ধরে তারা এই মেডিকেল কলেজের মধ্যেই ওই শিশুকে রেখে তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাপোর্ট দিয়ে,বড় করে তোলে। এর মধ্যে ওই বাচ্চার জন্ডিস শ্বাসকষ্ট নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করে বারাসত মেডিকেল কলেজ। বৃহস্পতিবার টানা ৭০ দিন পর নিজের বাচ্চাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পেরে খুশি গোটা পরিবার। সরকারি হাসপাতালে এরকম পরিকাঠামোর মধ্যে এই রকম একটা ৮০০ গ্রামের শিশুকে বড় করে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল বারাসত হাসপাতাল। বিষয়টি রীতিমত পুনর্জন্ম দেওয়া। পরিবারের অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হাল ছাড়েন নি হাসপাতালের সুপার সুব্রত মন্ডল।

শিশু দিবসে বাল্য বিবাহ রুখতে প্রচার

আমীরুল ইসলাম ● নানুর

আপনজন: আমাদের সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে বাল্য বিবাহ। এই বাল্য বিবাহ রুখতে রাজ্য সরকার সর্বদাই প্রচেষ্ট। রাজ্য সরকার বাল্যবিবাহ রুখতে কন্যাশ্রী রূপশ্রী মতো প্রকল্প চালু করেন কিন্তু তা সত্বেও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার শিশু দিবস তাই এদিন বীরভূমে নানুর ব্লক প্রশাসন ও নানুর সিএম হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে একটি নাটকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সচেতনতা বার্তা দেন। এই নাটকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে নাবালিকা যখন স্কুলে পড়ে তখনই পরিবারের লোকজনেরা বিবাহ দেবার জন্য উৎসাহিত হয়।

নারী সুরক্ষা নিয়ে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: দেশ জুড়ে বেড়ে চলা নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ ও সরকারের তরফে নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলা তথা সারা দেশের মানুষকে একত্রিত ও মহিলাদের নিরাপত্তায় সম্মিলিত ভূমিকা নেওয়ার জন্য উদ্যোগী করতে গতকাল উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির তরফে রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের প্রেস কনফারেন্স। উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি তুহিনা খাতুন এই অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন– জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ৪,৪৫,২৫৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১২.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।২০২২ সাল পর্যন্ত, ১,৯৮,২৮৫টিরও বেশি ধর্ষণ মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে বছরের শেষে মাত্র ১৮,৫১৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নির্ভয়া মামলার পর কঠোর আইন, যেমন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের গঠন সত্ত্বেও ২০১৮ সালের আসিফা বানুর ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা প্রমাণ করে দেই যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি ধর্ষণ, অপরাধ ও নারী নিগ্রহে পুলিশি অসংবেদনশীলতা এবং পক্ষপাতিত্ব ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করেন তুহিনা খাতুন। রাজনীতিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ প্রসঙ্গে জেলা সম্পাদিকা শাকিলা খাতুন বলেন– সংবিধানের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ এখনও কার্যকর করা হয়নি।
তাবরেজ আনসারির স্ত্রী শাইস্তা পারভীন, জুনাইদ খানের মা রাবিয়া বিবি, পেহলু খানের স্ত্রী সাইরা বানোর মতো লিঞ্চিংয়ের শিকারদের পরিবারের মহিলা ও তাঁদের সন্তানদের করুন অবস্থার বর্ননা দেন রাজ্য সহ সভাপতি আলিয়া পারভীন। এছাড়াও আন্দোলন বা রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য কারাবন্দী মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক “তিস্তা শীতলবাদ”, সাবেক কাউন্সিলর, সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারী “ইশরাত জাহান”, গালফিশা ফাতিমা, ও শিক্ষাবিদ ও সমাজ কর্মী শোমা সেন-এর মতো মহিলাদের উপর সরকারি নিপীড়নের উদ্ধৃতি দেন তিনি।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছেন সুন্দরবনের অমল

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: প্রতিটি বাড়িতে প্রবীণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা রয়েছেন।বর্তমানে অনেকেই সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই আবার মৃত্যুর অপেক্ষায় দুঃখে প্রহর গুণছেন। কেউ কেউ নিঃসঙ্গ হয়ে একাকীত্ব ভাবে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে রয়েছেন।এমন সব প্রবীণদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে অনুষ্ঠিত হল এক মিলন মেলার।সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জে চম্পা মহিলা সোসাইটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল নায়েক।উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউট অফ জেরোন্টোলজির কর্ণধার ডঃ ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, কেয়ার আনলিমিটেড এর কর্ণধার সূর্যাশিস গুপ্ত,চম্পা মহিলা সোসাইটির সম্পাদিকা সন্ধ্যারানি বর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন মিলন মেলায় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার শতাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উপস্থিত ছিলেন।বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দিয়ে এদিন মিলন মেলায় উপস্থিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।তাঁদের সুগার,প্রেশার,রক্ত,হাঁটু কোমর ও ঘাড়ের ব্যথা সহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।এমনকি প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এছাড়াও তাঁরা যাতে সমাজের বুকে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে পারেন তারজন্য মিলন মেলায় যোগ ব্যায়ামেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
প্রবীণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দাবী, ‘আমরা সকলেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত।বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত।উঠতে গেলে বাবা,বসতে গেলে মা বলতে হয়।এমনটাই অবস্থা।এমন পরিস্থিতিতে যোগ ব্যায়াম করে শারীরিক ভাবে অনেকটাই তরতাজা হওয়া গেছে। প্রতিনিয়ত যোগ ব্যায়াম করলে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা সম্ভব।অমল বাবুর জন্য আমরা বেঁচে থাকার রসদ ফিরে পেয়েছি।ওনাকে ধন্যবাদ।’ ঘটনা প্রসঙ্গে সমাজসেবী অমল নায়েক জানিয়েছেন, ‘একটা সময় প্রয়োজন ছিল। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় প্রয়োজন ফুরিয়েছে।যারফলে প্রবীণদের দিকে কোন নজর থাকে না।তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এবং একাকীত্ব ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। সেই ভাবে তাঁদের কে পরিচর্যা করা হয় না।এমন সব প্রবীণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বড়ই অসহায়। তাঁরা সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু নিরুপায়,তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।ফলে তাঁরা যাতে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে পারেন তারজন্য এমন মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে।পাশাপাশি তাঁরা যাতে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকেন তারজন্য যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।’

নিরীদের বিরুদ্ধে কেস হলে আগুন জ্বলবে!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়দিঘি

আপনজন: গ্রামে নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে কেষ হলে আগুন জ্বলবে বলে হুশিয়ারি স্থানীয় মানুষদের। বৃহস্পতিবার বিকালে রায়দিঘির বোলের বাজারে প্রকাশ্য দিবা লোকে যুবক খুনের প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল। গত কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি থানার নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলের বাজার এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে শেখ শাহাদাত এবং বিভিন্ন দুষ্কৃতীরা বাহাদুর নামে এক যুবককে কুপিয়ে খুন করে।এই নির্মম হত্যার তদন্তে নেমে রায়দিঘি থানার পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে,তাঁরা এখন ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে। আর এই নৃশংস খুনের দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এদিন কয়েক হাজার মানুষ বোলের বাজার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভা করেন।

মান্নান হোসেনের মাগফেরাত কামনায়

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রয়াত মান্নান হোসেনের সপ্তম প্রয়াণ দিবসে মাগফিরাত কামনায় তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র তথা জেলা পরিষদ সদস্য রাজীব হোসেন উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ,কবর জিয়ারত ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার।
জানা যায় ১৪ ই নভেম্বর ২০১৭ সালে পরলোক গমন করেন মান্নান হোসেন। তারপর থেকেই দিনটিকে মৃত্যু দিবস হিসেবে পালন করে আসছে তাঁর পরিবার।
বৃহস্পতিবার বহরমপুরের খাগড়াঘাট জাগৃতি সংঘ ময়দানে মান্নান হোসেনের পুত্র তথা জেলা পরিষদ সদস্য এবং এনবিএসটিসি ডিরেক্টর রাজীব হোসেন তাঁর পিতার শ্রদ্ধা ও স্মরণে কুরআন তেলাওয়াত , রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেন সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মান্নান হোসেনের কবর জিয়ারত করা হয়।
এদিন সকাল থেকে প্রথমে শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত পর্ব, অন্যদিকে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় রক্তদান শিবির। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এলাকার মানুষেরা। নারী থেকে পুরুষ লক্ষ্য করা যায় সকলের উপস্থিতি । যদিও নারীদের উপস্থিতি নজর কাড়ে সকলের। সব মিলিয়ে ২০০ জনের উর্ধ্বে মানুষ স্বেচ্ছায় করেন রক্তদান। অপরদিকে এদিন বৈকালে মান্নান হোসেনের কবর জিয়ারতের পাশাপাশি দুঃস্থ অসহায় মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন প্রায় ১৫০০ জন মানুষকে দেওয়া হয় শীতবস্ত্র। তুলে দেওয়া হয় কম্বল।
উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসি ডাইরেক্টর ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্য রাজীব হোসেন, সাংসদ খলিলুর রহমান,নবগ্রামের বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল,বিধায়ক অপূর্ব সরকার, রবিউল আলম চৌধুরী অশোক ঘোষ, আলাউদ্দিন সেখ , মান্নান হোসেনের সহপাঠীরা ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজীব হোসেন বলেন এই সাত বছর পরেও মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতা মান্নান হোসেনকে ভুলেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভগবানগোলায় অনুষ্ঠান শ্রমিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভগবানগোলায় শ্রমিক সংগঠনের বিশেষ অনুষ্ঠান করা হলো বৃহস্পতিবার। এদিন সকাল থেকে ভগবানগোলার স্বপনগড় এলাকায় শিশু দিবস উপলক্ষে বাচ্চাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। টোটো চালক, অটো চালক, রাজমিস্ত্রি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের একসঙ্গে নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়। শ্রমিক সংগঠনের সদস্য তারিফ মহলদার বলেন, ‘টোটো বা অটোর গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নাবালকদের হাতে টোটো না দেওয়া, রাস্তায় যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় না করানো, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন।’ পাশাপাশি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় সেখানে।

মন ভালো করা নিয়ে কর্মশালা

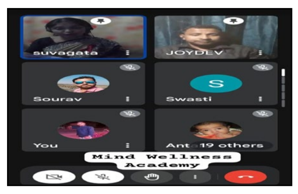

আপনজন ডেস্ক: ‘Mind Wellness Academy’- থেকে বুধবার অনুষ্ঠিত হল “HIV Counselling” এর উপর একটি বিনামূল্যে অনলাইন ওয়ার্কশপ। বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মনোবিদ ও শিক্ষিকা নিবেদিতা বসু চৌধুরী। এই ওয়ার্কশপ এর আরেকজন বক্তা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জয়দেব বেরা।এই অনলাইন কর্মশালায় HIV সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা হয়।

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল।

শিশুদের বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার জাতীয় শিশু দিবসে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ছিল আন্তর্জাতিক শিশু দিবস। এই দিন হিসেবে এই পৃথিবীকে শিশুর বাস যোগ্য করে যাব আমি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে কালিয়াচকের আকন্দবাড়িয়া এ সি হাই স্কুলে থ্যালাসেমিয়া ও রক্তদাতা উদ্বুদ্ধকরণ সচেতনতা শিবির হল। ২১০ জন ছাত্র-ছাত্রী রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সচেতনতা শিবিরে আলোচনা করেন ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ মালদা জেলা শাখার জেলা রক্তদান শিবির আহ্বায়ক এবং সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্সের লেকচারার অনিল কুমার সাহা, মালদা মেডিক্যাল কলেজ থ্যালাসেমিয়া বিভাগের কাউন্সিলার অপরাজিতা সরকার, আকন্দবাড়িয়া এ সি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান, স্কাউট মাস্টার মিজানুর ইসলাম প্রমূখ।
বর্তমানে মালদা জেলায় প্রায় ১২০০ জন থ্যালাসেমিয়া রোগী, এদের মধ্যে প্রায় ৭০০ থেকে ৭৫০ জনকে নিয়মিত ১০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন করতে হয়।
নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে হলে বিবাহের পূর্বে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর জীবনে মাত্র একবার রক্ত পরীক্ষা জরুরী। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও সমস্ত জেলা হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া বিভাগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরী, এমনটি জানালেন রক্তদান আন্দোলনের জেলা রক্তদান শিবির আহ্বায়ক।

করিমপুরে বিজয়া সম্মেলনে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া জেলার করিমপুর ২ ব্লকের অধীন রহমতপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতি বার বিজয়া সম্মেলন ও যোগদান সভার আয়োজন করা হয় সেখানে সিপিআইএম এবং বিজেপি দলের বুথ সভাপতি সহ ১৫৯ জন কর্মী অঞ্চল সভাপতি কাঞ্চন বিশ্বাস ও রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান মাননীয়া সম্পা বিশ্বাস এর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এ যোগদান করেন , এবং উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবুতাহের খান মহাশয়, করিমপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সাজিজুল হক শাহ, কৃষি কর্মদক্ষ শ্রী প্রকাশ চক্রবর্তী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রহমত পুর অঞ্চলের সমস্ত শাখা নেতৃত্ব , ও তৃণমূল কংগ্রেস এর অঞ্চল নেতৃত্ব , সেখানে দলের অবস্থান সম্পকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবু তাহের খান এবং অঞ্চল সভাপতি সহ অনেকে দলের গোষ্ঠী কোন্দলের কথা প্রকাশ করেন অঞ্চল সভাপতি জানান ব্লক সভাপতি সহ দলের সমস্ত স্তরের কর্মী দের সাথে আলোচনা করে বিজয়া সম্মেলন এর দিন ঠিক করা হয় তবুও ব্লক সভাপতি আজকে উপস্থিত হননি এবং ব্লক সভাপতির অনুগামী কিছু দলের মেম্বার উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি এর থেকেই দলের গোষ্ঠী কোন্দল আরো প্রকাশ্যে আসে । অঞ্চল সভাপতি কাঞ্চন বিশ্বাস আরো জানান যে সমস্ত কর্মী অন্য দলে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এ যোগদান করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে দল কে ভালোবেসে স্বচ্ছতার সাথে দল টি করার নির্দেশ দেন মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ অনুযায়ী দল পরিচালিত হবে তাতে কি কি করবে সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে দল করুন আশা করি এলাকার উন্নতি ঘটবে এবং দল সঠিক পথে পরিচালিত হবে । রহমত পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান শম্পা বিশ্বাস সকলে স্বাগত জানিয়ে দলের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলকে আরো বেশি করে আহ্বান জানান আপনারা সকলে মা মাটি মানুষ এর সাথে যোগদান করুন এবং মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করুন আমরা দলকে শক্ত হাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

রাস্তা তৈরি ঘিরে বচসা, বাঁশের আঘাতে জখম ১

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গ্রামের রাস্তা তৈরি নিয়ে বিবাদ, সিপিএম কর্মীর জবরদখল করে রাখা জমিতে রাস্তা তৈরি করতে বলায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদ থানার রামভদ্রপুর এলাকায়। রামভদ্রপুরের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়েছিল। দিন কয়েক আগে রাস্তার কিছুটা অংশ ঢালাই করা হয়। মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অধীনস্থ প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আরও ৪৫ মিটার রাস্তা তৈরি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। সেই রাস্তার কাজ শুরু করার কথা ছিল বৃহস্পতিবার।
এদিন সকাল থেকেই কাজ বন্ধ থাকায় সেখানে উপস্থিত হন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু শেখ। সিপিএমের সক্রিয় কর্মী হুমায়ুন শেখ নিজের বাড়ির পাশে অনেকটা রাস্তা জবরদখল করেছিল বলে অভিযোগ। সেই রাস্তা ঢালাই করার কথা বললে বাড়ি থেকে হুমায়ুন শেখ সহ তার পরিবারের লোকজন বাইরে এসে পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুকে বেধড়ক মারধর করে। রাস্তায় পড়ে থাকা একটি বাঁশ তুলে মিঠুর মাথায় সজোরে আঘাত করে এলাকায় বাম কর্মী হিসেবে পরিচিত হুমায়ুন শেখ।মিঠু শেখের অভিযোগ, হুমাযূন সহ তার বাড়ির সকল সদস্য মিঠু কে একা পেয়ে বেধড়ক মারধর করে। পরে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মিঠুর মাথা ফেটে যাওয়ায় আটটি সেলাই দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ঘটনার পর মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু শেখ। সেখানকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তালেব সেখ বলেন, ‘এর আগে যে রাস্তা করা হয়েছিল সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে রাস্তা করেছিল। এবারে প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত না থাকাই আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যকে একা পেয়ে বেধড়ক মারধর করেছে সিপিএমের সক্রিয় কর্মী হুমায়ুন। আমরা প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত হুমায়ুন শেখ সহ অন্যান্যরা পলাতক রয়েছে।

কাতার বিশ্বকাপের দুই বছর পর জার্মানরা বুঝল, ‘রাজনীতি করা ঠিক হয়নি’

আপনজন ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে প্রায় দুই বছর হয়ে গেল। ফ্রান্সকে হারিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টিনা পরের বিশ্বকাপ খেলাও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। এত দিন পর ২০২২ বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়া জার্মানি দলের উপলব্ধি, সেই বিশ্বকাপে তাদের ‘রাজনীতি’ করা ঠিক হয়নি।

২০১৮ সালের পর ২০২২ সালেও বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেয় চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। ২০২২ বিশ্বকাপের স্বাগতিক কাতারের একটি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে গ্রুপ ছবি তুলেছিল জার্মান দলটি। দুই বছর পর জার্মানির সেই দলের অংশ ও বর্তমান অধিনায়ক ইয়োশুয়া কিমিখ বললেন, ‘সে সময়ে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ঠিক কাজ করিনি।’

কাতারে সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেটাকে মানবাধিকারবিরোধী বলেই মনে করে পশ্চিমা দেশগুলো। তাই বিশ্বকাপ চলাকালে ইউরোপের সাতটি দেশ পরিকল্পনা করেছিল ‘ওয়ানলাভ’ লেখা বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নামার।

শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার শাস্তির হুমকিতে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেনি ওই সাত দেশ। তবে জার্মানির খেলোয়াড়েরা জাপানের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগে গ্রুপ ফটো তুলতে গিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে প্রতিবাদ জানান। যে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল জার্মানি। সেই ম্যাচের পর দলটির সে সময়ের কোচ হান্সি ফ্লিক বলেছিলেন, ‘আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি, ফিফা দলগুলোকে চুপ থাকতে বাধ্য করেছে।’

দুই বছর পর কাল উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচের আগে জার্মানির অধিনায়ক কিমিখ আবারও কথা বললেন সেই ঘটনা নিয়ে। বায়ার্ন মিডফিল্ডার অনুশোচনাই করলেন। সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘আমাদের খেলোয়াড়দের বিশেষ করে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধের পাশে দাঁড়ানো উচিত। তবে সব সময় রাজনৈতিক মতাদর্শের জানান দেওয়াটা আমাদের কাজ নয়।’

এরপরই কাতার প্রসঙ্গ টেনেছেন কিমিখ, ‘কাতারের বিষয়টার কথাই ধরুন। দল ও দেশ হিসেবে আমরা খুব ভালো কোনো ছবি তুলে ধরতে পারিনি। আমরা রাজনৈতিক মতের প্রকাশ ঘটিয়েছিলাম, আর তাতে বিশ্বকাপের আমেজ একটু হলেও নষ্ট হয়েছিল। আয়োজনের দিক থেকে তো অসাধারণ এক বিশ্বকাপ ছিল সেটি।’

বিশ্বের সব দেশ যে একই মত-পথে চলবে না, সেই উপলব্ধির কথাও বললেন কিমিখ, ‘পশ্চিমা দেশগুলো মনে করে, আমাদের মতাদর্শই সঠিক ও সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। একটা দেশ হিসেবে আমরা মনে করি, আমাদেরও সমস্যা আছে, আর সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

নিজেদের অতীতে কথাও মনে করিয়ে দিলেন কিমিখ, ‘অতীতে তো আমরা সবকিছু ঠিকঠাক করেনি। আপনি কিছু মূলবোধের পাশে থাকবেন সেটি স্বাভাবিক, তবে রাজনীতি সামলানোর মতো আলাদা লোক তো আমাদের আছেই, তাঁরা এই বিষয়ে বিশেযজ্ঞও। আমি কোনো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই।’

২০৩৪ বিশ্বকাপ সৌদি আরবে হওয়া উচিত কি না, এমন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই কথাগুলো বলেন কিমিখ। ২০৩৪ বিশ্বকাপ সৌদি আরবে হওয়া প্রায় নিশ্চিতই, আয়োজক হওয়ার দৌড়ে যে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিই আছে। আগামী মাসের ফিফা কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করাটাই শুধু বাকি।

সৌদি আরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও অভিবাসী নির্মাণ শ্রমিকদের মানবেতর জীবনের কথা উল্লেখ করেই বিরোধিতা করছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। সৌদি আরব অবশ্য জোরগলাতেই অস্বীকার করে আসছে এসব অভিযোগ।

টি-টোয়েন্টির নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ল ভারত

আপনজন ডেস্ক: রেকর্ডটা এত দিন ভারতেরই ছিল। সঙ্গে ছিল জাপান জাতীয় ক্রিকেট দল আর ইংল্যান্ডের ক্লাব বার্মিংহাম বিয়ার্স। তবে আজ থেকে রেকর্ডটা শুধুই ভারতের। টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে সবচেয়ে বেশি বার ২০০ বা তার বেশি রান করার বিশ্ব রেকর্ড। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দল রেকর্ডটা গড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে। আর রেকর্ড গড়ার ম্যাচটিতে জয়ও পেয়েছে ভারত।

চার ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে প্রথমে ব্যাট করে ভারত তোলে ৬ উইকেটে ২১৯ রান। তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস থামে ২০৮ রানে। ১১ রানের ম্যাচসেরা হয়েছেন ৫৬ বলে ১০৭ রানের ইনিংস খেলা তিলক ভার্মা।

সেঞ্চুরিয়নের ম্যাচটিতে ভারতের বিশ্ব রেকর্ড গড়ে স্কোরবোর্ডে ২০০ রান ছুঁয়েই। ২০২৪ সালে আজসহ মোট ৮ বার দুই শ রানের ঘর ছুঁয়েছে ভারত। যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেও এক পঞ্জিকাবর্ষে কোনো দলের প্রথম। এক বছরে সর্বোচ্চ ৭ বার ২০০ বার তার বেশি রান করার কৃতিত্ব ভারত (২০২৩), জাপান (২০২৪) ও বার্মিংহাম বিয়ার্সের (২০২২)।

ইবিশ্ব রেকর্ড ছোঁয়ার ম্যাচটিতে ভারতের জয় এসেছে শেষ দিকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রান তাড়ায় নামা দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ দুই ওভারে দরকার ছিল ৫১ রান। ম্যাচ অনেকটাই ভারতের নাগালে। ওই সময় হার্দিক পান্ডিয়ার করা ১৯তম ওভারে দুই ছক্কা ও তিন চারসহ ২৬ রান তুলে নেন মার্কো ইয়ানসেন। সমীকরণ নেমে আসে শেষ ৬ বলে ২৫ রানে। তবে অর্শদীপ শেষ ওভারের তৃতীয় বলে ইয়ানসেনকে এলবিডব্লুতে ফিরিয়ে দিলে ভারতের জয় আটকায়নি।

এর আগে ভারতকে দুই শর বেশি রানের পুঁজি গড়ে দিয়ে যান তিলক ভার্মা ও অভিষেক ভার্মা। তিনে নামা ভার্মা ৫৬ বলে করেন ১০৭ রান, তাঁর ইনিংসটিতে ছিল ৭টি ছক্কা ও ৮টি চার। ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা করেন ২৫ বলে ৫০ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত: ২০ ওভারে ২১৯/৬ (ভার্মা ১০৭*, অভিষেক ৫০, পান্ডিয়া ১৮; সিমেলেন ২/৩৪, মহারাজ ২/৩৬)।

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে // (ইয়ানসেন ৫৪, ক্লাসেন ৪১, মার্করাম ২৯; অর্শদীপ ৩/৩৭, বরুণ ২/৫৪)।

ফল: ভারত ১১ রানে জয়ী।

৬০৬ রানের জুটির পর ইনিংস ঘোষণা, ‘হেলায়’ বিশ্ব রেকর্ড মিস

আপনজন ডেস্ক: স্নেহাল কৌথঙ্কর ও কাশ্যপ বাকলে—নাম দুটি বিশ্ব ক্রিকেটে মোটেই পরিচিত নয়। কখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই যে খেলেননি। কিন্তু আজ ভারতের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই দুই ব্যাটসম্যানই দুর্দান্ত এক কীর্তি গড়েছেন। কীর্তিটা বিশ্ব রেকর্ডে গড়াতে পারত, যদি তাঁদের দলের অধিনায়ক আরেকটু অপেক্ষা করে ইনিংস ঘোষণা করতেন।

গোয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একাডেমি মাঠে ম্যাচটি রঞ্জি ট্রফির প্লেট পর্বের। কৌথঙ্কর ও বাকলের দল গোয়ার প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। গোয়া অধিনায়ক দর্শন মিশাল যখন প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেন, দলের রান ২ উইকেটে ৭২৭ রান। কৌথঙ্কর-বাকলের তৃতীয় উইকেট জুটি অবিচ্ছিন্ন ৬০৬ রান তুলে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি জুটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান।

আর মাত্র ১৯ রান তুললেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের জুটির মালিক হয়ে যেতেন কৌথঙ্কর-বাকলে। ২০০৬ সালে কলম্বো টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা ও মাহেলা জয়াবর্ধনেরা তৃতীয় উইকেট জুটিতে তুলেছিলেন ৬২৪ রান। যে রেকর্ড এখনো অক্ষত।

জুটিতে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড যে হাতের নাগালে, সেটি সম্ভবত গোয়া অধিনায়কের মাথায় ছিল না। দুই ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত মাইলফলকেই হয়তো নজর ছিল তাঁর। তা অবশ্য ভালোমতোই পূরণ হয়েছে। কৌথঙ্কর, বাকলে দুজনই করেছেন ট্রিপল সেঞ্চুরি। কৌথঙ্কর অপরাজিত থেকেছেন ২১৫ বলে ৩১৪ রান করে, তাঁর ইনিংসে ছিল ৪টি ছক্কা ও ৪৫টি চার। আর বাকলে ৩০০ রান করেন ২৬৯ বলে, ইনিংসে ছিল ২টি ছক্কা ও ৩৯টি চার।

এক ইনিংসে দুজন ব্যাটসম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরির ঘটনা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখা গেল। এর আগে ১৯৮৮-৮৯ মৌসুমে এই কীর্তি গড়েছিলেন তামিল নাড়ুর ডব্লুভি রমন (৩১৩) ও অর্জুন ক্রিপাল (৩০২*)।

গোয়ার দুই ব্যাটসম্যান কৌথঙ্কর ও বাকলের ট্রিপল সেঞ্চুরির আরেকটি বিশেষত্বও আছে। কৌথঙ্কর ৩০০ রানে পৌঁছেছেন ২০৫ বলে, যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তৃতীয় দ্রুততম। এর চেয়ে দ্রুত আছে হায়দরাবাদের তন্ময় আগরওয়ালের ১৪৭ বল (২০২৩ সালে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দল বোর্ডারের মার্কো মারাইসের ১৯১ বল (২০১৭ সালে ইস্টার্ন প্রভিন্সের বিপক্ষে)।

আর বাকলের ২৬৯ বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরির তালিকায় নবম।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৩১ রানের লিড, রঞ্জি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে জয়ের পথে বাংলা

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধেই কি চলতি রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম জয় পাবে বাংলা? হোলকার স্টেডিয়ামে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষেই সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার স্কোর ৫ উইকেটে ১৭০। দিনের শেষে ক্রিজে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (৩৩) এবং ঋদ্ধিমান সাহা (২১)। মধ্যপ্রদেশের চেয়ে ২৩১ রানে এগিয়ে বাংলা। এর আগে প্রথম ইনিংসে ২২৮ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলা। এরপর প্রথম ইনিংসে ১৬৭ রানে অলআউট হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ। তৃতীয় দিন যথাসম্ভব লিড বাড়িয়ে নেওয়াই ঋদ্ধিমানদের লক্ষ্য থাকবে। তারপর মহম্মদ শামি, মহম্মদ কাইফ, সূরজ সিন্ধু জয়সোয়ালরা মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে বাংলাকে জয় এনে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

দীর্ঘদিন পর বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমে শামি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ফিট হয়ে উঠেছেন। মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে ১৯ ওভার বোলিং করে ৪ মেডেন-সহ ৫৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন এই পেসার। তিনি মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক শুভম শর্মা, সারাংশ জৈন, কুমার কার্তিকেয় এবং কুলবন্ত খেজরোলিয়ার উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভালো বোলিং করার লক্ষ্যে শামি। জাতীয় নির্বাচকরাও এই পেসারের পারফরম্যান্স এবং ফিটনেসের দিকে তাকিয়ে।

এবারের রঞ্জি ট্রফির পরেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন ঋদ্ধিমান। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ১০ রান করে আউট হয়ে গেলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে বড় স্কোরের লক্ষ্যে এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ওপেনার সুদীপ কুমার ঘরামি করেছেন ৪০ রান। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও ৪০ রান করেন। অনুষ্টুপ করেন ১৯ রান। শুক্রবার সকালে ঋদ্ধিমান-ঋত্বিক জুটির দিকে তাকিয়ে বাংলা শিবির।

ভারত ও পাকিস্তানে টুর্নামেন্ট আয়োজন স্থগিত করতে বললেন রশিদ লতিফ

আপনজন ডেস্ক: অনিশ্চয়তায় পড়ে যাচ্ছে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, যা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনো সূচি চূড়ান্ত করা যায়নি।

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ মনে করেন, আইসিসির উচিত ভারত ও পাকিস্তানকে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে না দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত দুই দেশ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা না মেটায়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার চলমান পরিস্থিতি জটিলতর হয়েছে ভারতের অবস্থানে। ২০০৮ সালের পর পাকিস্তানে যায়নি ভারত ক্রিকেট দল। গত বছর পাকিস্তান এশিয়া কাপের আয়োজক হলেও ভারতের চাওয়ায় টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়। এবার ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়টি আইসিসিকে জানিয়েছে। তা আইসিসির কাছ থেকে জানার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পাকিস্তানের ক্রিকেটাঙ্গন।

ভারতকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন এবং ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় না খেলার কথা ভাবছে পিসিবি ও দেশটির সরকার—এমন খবরও এসেছে সংবাদমাধ্যমে। ভারত ক্রমাগতভাবে পাকিস্তানে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনায় দেশটির সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে রশিদ লতিফও।

সাবেক এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ‘পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেওয়ার বড় সম্ভাবনা আছে। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমিই এই পদক্ষেপ নিতাম। এ জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করতাম না। তুমি যদি (পাকিস্তানে) খেলতে না চাও, তাহলে আমাদের সঙ্গে খেলোই না। আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকলে এটাই নিতাম। বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে লড়তাম।’

২০২৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতে। আয়োজক স্বত্ব অনুযায়ী পাকিস্তান এশিয়া কাপ পুরোপুরিভাবে আয়োজন করতে না পারলেও ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে গেছে। পিসিবির আশা ছিল, এতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে ভারত অবস্থান বদলাবে। ভবিষ্যতে ভারত যেসব টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে (২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ), সেসবেও পাকিস্তান কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু পাকিস্তানে না খেলার বিষয়ে ভারতের অনড় অবস্থানে দুই দেশের স্বত্ব পাওয়া টুর্নামেন্টই এখন অনিশ্চয়তায় পড়ার মুখে।

পাকিস্তানের হয়ে ৩৭ টেস্ট ও ১৬৬ ওয়ানডে খেলা লতিফ ভবিষ্যতের অচলাবস্থা কাটাতে আইসিসিকে একটি পরামর্শ দিয়েছেন, ‘আমার মতে, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের আয়োজন স্বত্ব স্থগিত করা উচিত। যত দিন না তাদের ঝামেলা মেটে, একটা সমাধান না আসে।’

শালবনীর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ● মেদিনীপুর

আপনজন: ১৪ ই নভেম্বর,২০২৪. শালবনী:: বিগত বছরের ন্যায় এবারও শালবনির রাধামোহনপুর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিশু দিবস উপলক্ষ্যে। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে স্মরণ করে আজকে এই বিদ্যালয়ে আজ মোট ১১ টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। ১০০ মিটার দৌড়ের মতো চিরাচরিত খেলার পাশাপাশি ছিল মিউজিকাল চেয়ার,হাড়িভাঙ্গা অংক দৌড় ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী কে পুরস্কার দেয়া হয়েছে বলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তন্ময় সিংহ জানালেন। বর্ষিয়ান শিক্ষক লক্ষীনারায়ণ হেমব্রম জানালেন সফল প্রতিযোগী ছাড়াও সকলের মধ্যেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ক্রীড়া বিষয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক অসীম কুমার দোলই ও নির্মল মান্ডি । ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন রুপশ্রী হেমব্রম।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে রোহিত-কোহলিকে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পরামর্শ ব্রেট লির

আপনজন: টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিত শর্মার রান ১৩৩, বিরাট কোহলির ১৯২। দুজনেরই ফিফটি মাত্র একটি করে। ভারত জিতলে না হয় ব্যাট হাতে রোহিত-কোহলির ছন্দহীনতা কিছুটা হলেও আড়ালে পড়ে যেত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সম্প্রতি নিজেদের মাটিতে ভারত যেভাবে অপদস্থ হয়েছে, তাতে দুজনের রান-খরার বিষয়টি আরও বেশি করে সামনে আসছে।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই হওয়া সিরিজে রোহিত করেছেন ৯১ রান, কোহলির রান ৯৩। দুজনের ব্যাটিং গড় যথাক্রমে ১৫.১৭ ও ১৫.৫০, যা তাঁদের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

ব্যাট হাতে এমন ছন্দহীনতাকে সঙ্গী করেই তাঁরা সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর একটির সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। ২২ নভেম্বর শুরু বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ ৪-০ ব্যবধানে জিততে হবে ভারতকে।

এ-ই যখন অবস্থা, তখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামার আগে রোহিত-কোহলিকে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ব্রেট লি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী এই সাবেক ফাস্ট বোলার বলেছেন, ‘যখন আপনি টানা দুই ম্যাচে খারাপ করবেন, তখনই চাপ জেঁকে বসতে পারে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মতো খেলোয়াড়কে নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। আমি তাদের বলব, অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে নামার আগে তোমরা কৌশল নিয়ে কাজ করো, যতটা সম্ভব ক্রিকেট থেকে দূরে থাকো এবং সতেজ হয়ে ওঠো।’

অতি আত্মবিশ্বাসের কারণেই নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছে বলে মনে করেন ব্রেট লি, ‘এটা কি টি-টোয়েন্টি ইস্যু? ব্যাটসম্যানরা কি বেশি আক্রমণাত্মক ছিল? দক্ষতায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? নাকি তারা কিউইদের গুরুত্বসহকারে নেয়নি? আমার তো মনে হয়, এটাই কারণ। “আমরা কিউইদের অনায়াসে ধবলধোলাই করব”—এমনটা ধরে নিয়ে তারা সিরিজ খেলতে নেমেছিল। তারা ভেবেছিল কাজটা খুব সহজ। এর অর্থ কিউইদের অসম্মান করা নয়। আসলে ভারত তাদের মাটিতে খুব শক্তিশালী দল।’

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে খেলতে কোহলি এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। তবে রোহিত এখনো যাননি। ব্যক্তিগত কারণে তিনি পার্থে প্রথম টেস্টে না-ও খেলতে পারেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**